ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 January, 2021 ■ আগরতলা, ১৮ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৪ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশালগড়ে পিসিসি সভাপতির উপর দুস্কৃতিদের হামলা প্রতিবাদে আজ ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্‌ধ ডাকল কংগ্রেস

আহত পিযুষ বিশ্বাসকে দেখতে হাসপাতালে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। বিশালগড়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ বিশ্বাসের উপর দুস্কৃতিরা হামলা চালিয়েছে। তাতে তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে এই ঘটনার প্রতিবাদে বিশালগড়ে এবং আগরতায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। পাশাপাশি আগামীকাল বার ঘন্টার ত্রিপুরা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস।

রবিবার সকাল বেলায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় কংগ্রেস ভবনটি খোলার জন্য বিশালগড়ে আসেন। এ কংগ্রেস ভবনটি খোলার জন্য উনি বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাপস কান্তি পাল এবং বিশালগড় থানার ভারপ্রাপ্ত থানার ওসি দেবাশীষ সাহা কে জানিয়েছেন।সে মোতাবেক বিশালগড় থানার বড়বাবু দেবাশীষ সাহা কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ বিশাল টিএসআর কর্মী রবিবার সকালে কংগ্রেস ভবনের সামনে মোতায়েন করেন। কিন্তু এই কংগ্রেস ভবন খোলার জন্য যখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস আসবেন সে খবর দুষ্কৃতকারীদের কানে যখন পৌঁছে তখন থেকেই প্রচুর পরিমাণে দুষ্কৃতকারীর দল কংগ্রেস ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকে এবং কংগ্রেস ভবন খোলার আগ মুহূর্তে কিছু গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেন যেন কংগ্রেস ভবনে যাওয়ার পূর্বেই পীযূষ কান্তি বিশ্বাস এর উপর হামলা করতে পারে।

সেই সমস্ত ঘটনা গুলি উক্ত স্থানে উপস্থিত থেকে পুলিশ তামাশা দেখছেন তারপরও পুলিশ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে উক্ত স্থানের ঘটনা গুলি না জানিয়ে পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে বিশালগড় থানা থেকে সোজা বিশালগড় কংগ্রেস ভবন খোলার জন্য নিয়ে আসেন। আর তখনই শুরু হয় উনার উপর রড দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন কোন্দলের জেরে এই হামলা ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রবিবার রাজ্যের বরিষ্ঠ আইনজীবি পীযুষ কান্তি বিশ্বাসের উপর আক্রমনের ঘটনায় তীর নিন্দা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। পার্টি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেবার দাবী জানাচ্ছে।

বিজেপির তরফ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পীযুষ কান্তি বিশ্বাস প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বেও রয়েছেন। রবিবারের নিন্দনীয় ঘটনার জের ধরে প্রদেশ কংগ্রেস ঘটনার অবাবহিত পর থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টি এবং রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টায় নেমেছে। এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। ভারতীয় জনতা পার্টি হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না এবং রাজনীতি থেকে এই অপসংস্কৃতি দুরীকরণে বদ্ধ পরিকর।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েচে, কংগ্রেসের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব ঘটনা সম্পর্কে পার্টির সিপাহীজলা জেলা কমিটি এবং বিশালগড় মন্ডল কমিটির কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। রাতে পার্টির স্থানীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে তা তর্জমা করে দেখেছেন প্রদেশ নেতৃত্ব। এই রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার রবিবারের অপ্রীতিকর ঘটনা কংগ্রেসের চিরাচরিত আভ্যন্তরীন কোন্দলের জের। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাট ও সাব্রুমে সিপিএম পার্টি অফিসে হামলা, ভাঙচুর সাংসদের বাড়িতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিপিএম পার্টি অফিসে হামলার ঘটনা সংগঠিত করা হয়েছে। সিপিএমের অভিযোগ এই হামলা হুজ্জতির ঘটনাগুলি সংগঠিত করছে শাসক দলের দুস্কৃতিরা।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শাসক দল বি জে পির দুর্বৃত্ত বাহিনীর ফ্যাসিস্টসুলভ তান্ডব সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্যা তথা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা ঝর্ণা দাস বৈদ্যের ওপর দৈহিক আক্রমণের চেষ্টা ও তার সরকারি দেহরক্ষীকে আক্রমণ করে গুরুতর আহত করা, সাংসদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিপিএম। প্রাক্তন বিধায়ক রাজকুমার চৌধুরীর ওপর আক্রমণ এবং তার সরকারী দেহরক্ষীকে প্রচন্ড মারধর, মহকুমা অফিসের গেট ভেঙ্গে তান্ডব, পার্টির গাড়ি ভাঙচুর, গেটের চাবি ছিনতাই, বাধারঘাটে পার্টির অরুন্ধতিনগর অঞ্চল কমিটি অফিসে আক্রমণ, আইনজীবী রাজেশ সরকার এবং বেশ কয়েকজন বামপন্থী যুব কর্মীকে আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছে সিপি আই এএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী।

দলের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যখন রাজ্যে ঘটা করে পুলিশ সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে তখন রাজধানী শহরের একাংশে পুলিশের সামনেই প্রকাশ্য দিবালোকে শাসক দলের দুর্বৃত্ত বাহিনী একের পর এক ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণ চালিয়েছে। একজন মহিলা সংসদ সদস্যার বাসভবনে আক্রমণ সংগঠিত করেছে। ২০১৮ সালের ৩রা মার্চ দুপুর থেকে বি জে পি যে ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণ শুরু করে আজ ৩৪ মাস পরও তার বিরাম নেই।

রাজ্যে গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। আইনের শাসনের কোন অস্তিত্ব নেই। এই সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খেলাপ, অনাচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্তব্দ করতে পরিকল্পিতভাবে এই হিং আক্রমণ চালানো হচ্ছে। পুলিশ তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন না করে আক্রমণকারীদের হিংস্র আক্রমণ চালাতে কার্যত উৎসাহিত করছে। বিরোধী দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আক্রান্তদের সাথে সাক্ষাতে পর্যন্ত দুর্বৃত্তরা বাধা দেয়, আর পুলিশ নিষ্ক্রীয় থাকে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সমস্ত অংশের মানুষকে এক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদী হতে এবং পুলিশকে তাদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী আহ্বান জানাচ্ছে।

এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুম এর পোয়াঙ বাড়িতে সিপিআইএমের পার্টি অফিসে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা।পার্টি অফিসের দরজা জানালা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার কুখ্যাত চোর ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। চুরি যাওয়া বাইক সহ এক কুখ্যাত চোরকে আটক করেছে মেলাঘর থানার পুলিশ। আটক বাইক চোরের নাম শাহজাহান মিয়া ভূঁইয়া। তার বাড়ি মেলাঘর থানা এলাকার ইন্দিরা নগর।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেলাঘর থানার পুলিশ তাকে তার বাড়িতে হানা দিয়ে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

মেলাঘর থানার ওসি জানিয়েছেন আটক বাইক চোর বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি বাইক চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়মিত বেতনক্রম না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রবিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক সভা থেকে টিচারদের নিয়মিতকরণের জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। অবিলম্বে টেট টিচারদের নিয়মিত করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এদিনের সাংগঠনিক সভায় টেস্ট টিচারদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আলোচনাকালে বক্তারা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে টিচারদের ফিক্সড পেতে নিয়োগ করায় তীব্র সমালোচনা করেন।দেশের অন্যান্য রাজ্যে টেট টিচারদের নিয়মিতভাবেই বেতন ভাতা দেওয়া হচ্ছে বলে তারা উল্লেখ করেন।বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরও টেট টিচারদের নিয়মিত না করায় তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতিতে এতদিন টেট টিচাররা এতদিন অনুনয়-বিনোনয় চালিয়ে আসছেন। তাদেরকে এখনো পর্যন্ত নিয়মিত না করায় তাদের পরিবার প্রতিপালন করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

রবিবারের সাংগঠনিক সভায় এসব বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।সাংগঠনিক সভার বিষয়বস্তু এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ জানান, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উত্তীর্ণদের ফিক্সড পে তে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্যের টেট শিক্ষকের সংখ্যা ৪৬০০।তারা অভিযোগ করে বলেন দেশের কোন রাজ্যে উত্তীর্ণদের ফিক্সড পেতে নিযুক্ত করা হয়নি। ত্রিপুরায় বিগত বামফ্রন্ট সরকার টেট উত্তীর্ণদের ফিক্সড পেতে নিযুক্ত করে তাদের সঙ্গে চরম প্রতারণা করেছে বলেও অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। খোয়াইয়ের বিনন হাজারী পাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে তলিয়ে যাওয়া ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। মৃত ব্যক্তির নাম সুবেন্দ্র দেববর্মা। জানা যায় গত ১১ জানুয়ারি তিনি নিজের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে ছিলেন।

মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হন তিনি। খোঁজাখুজ করেও তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত পাঁচ দিন পর পুকুর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মাছ ধরতে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীতের কামড়। রবিবার সকালে আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

নিহত লিটন নাথের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা সহায়তা দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত লিটন নাথের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে রাজ্য সরকার। আজ সন্ধ্যায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান।

উপমুখ্যমন্ত্রী জানান, মানুষের জীবন টাকা দিয়ে মাপা যায় না। সরকার আপাতত লিটন নাথের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে সহায়তা করছে। সরকার এই পরিবারের পাশে থাকবে। আগামীদিনে লিটন নাথের পরিবারের জন্য কি কি করা যায় তা নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে লিটন নাথের মর্মান্তিক মৃত্যু খুবই দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখজনক ঘটনা। এভাবে যারা রাজ্যের শান্তি ও সম্পীতির পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছে সরকার তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করবে। তিনি বলেন, শান্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় আহত নয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ গন্ডাছড়া/ তেলিয়ামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের পৃথক স্থানে নয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। রাজ্যে ক্রমাগত যান দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তথ্যাভিজ্ঞ মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

রবিবার বিশালগড় সীপাহিজলা অভয়ারণ্য থেকে বনভোজন করে বাড়ি ফেরার পথে বিশালগড় হাসপাতাল সংলগ্ন ব্রিজের নিচে পড়ে যায় একটি গাড়ি। গাড়িতে দুজন শিশু, দুজন মহিলা ও দুজন যুবক ছিল। গাড়িতে ছিল রূপা সরকার (৩৫), মাম্পি দেবনাথ (২১), কৌশিক দেবনাথ (৩১) ও রনি দেবনাথ (১৭) কেউ গুরুতর আহত হয়নি। বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা উদ্ধার সামগ্রী না নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে স্থানীয় যুবকরা আপ্রাণ চেষ্টায় আহতদের গাড়ি থেকে বের করে। গাড়িতে থাকা সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে, বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত স্বামী,স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে। এই সময় তারা দুই জন বাইকে করে গন্ডাছড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর জওয়ানের বাড়িতে চোরের হানা ৩ লাখ টাকার সামগ্রী লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। অমরপুরের মালবাসা এলাকায় এক টিএসআর জওয়ানের বাড়িতে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। ওই টিএসআর জওয়ানের নাম প্রশান্ত জমাতিয়া। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বাড়িতে কেউ ছিল না। টিএসআর জওয়ানের স্ত্রী তার সন্তানকে নিয়ে প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে গিয়েছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরেরা বাড়িতে ঢুকে চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে।

টিএসআর জওয়ান প্রশান্ত জমাতিয়ার স্ত্রী বাড়ীতে ফিরে এসে লক্ষ করেন ঘরের দরজা ভাঙ্গা। ঘরে ঢুকে লক্ষ করেন আলমারির তালা ভেঙ্গে আরমারি থেকে নগদ ৯০০০০ টাকা এবং যাবতীয় সোনা গয়না হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরেরা। সব মিলিয়ে তিন লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বীরগঞ্জ থানার সুনির্দিষ্টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে স্থানীয় লোকজন রায় এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। টিএসআর জওয়ানের স্ত্রী কখন তার সন্তানকে নিয়ে প্রাইভেট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেআইনী নির্মাণের বিরুদ্ধে মাঠে নামল এলাকার ক্লাবগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রাস্তার দু'ধার জবরদখল করে বেআইনি নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। তাতে পথচলতি মানুষের যাতায়াত মারাত্মকভাবে কষ্টকর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এধরনের বেআইনি কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য ময়দানের নামল নাগেরজলা ভট্ট পুকুর এলাকার বিভিন্ন ক্লাব। ওইসব এলাকার তেরোটি ক্লাব একত্রিতভাবে এধরনের বেআইনি কাজ কর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

বেআইনি কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য তেরোটি ক্লাব একাধিকবার বৈঠক করে এ বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে রবিবার ভট্ট পুকুর এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভেঙ্গে দেওয়ার কাজে হাত লাগান ক্লাব সদস্য সহ এলাকার জনগণ। নাগের জলা সংলগ্ন ভট্ট পুকুর থেকে বাবুজি বিদ্যামন্দিরে দিকে যাবার রাস্তার দু''পাশে বেশ কিছুসংখ্যক লোকজন রাস্তার দু''পাশে সরকারি জায়গা জবরদখল করে সিঁড়ি, স্ল্যাব ও অন্যান্য ইমারত তৈরি করেছেন।রাস্তার দু''পাশ জবরদখল করে নেবার ফলে যানবাহন নিয়ে চলাচল করা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

এর ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।বিশেষ করে অফিস টাইমে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে ওঠে। গত ২৮ নভেম্বর এলাকায় একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে রাস্তাটির দুপাশ জবরদখল করে ফেলার ফলে দমকল বাহিনীর গাড়ি রাস্তা দিয়ে যেতে পারেনি।শুধু তাই নয় রাস্তার দু''পাশ জবরদখল করে ফেলার ফলে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী সাধারণ মানুষজনকে।সে কারণেই এলাকার ক্লাব গুলি ঐক্যবদ্ধভাবে বেআইনি দখলকৃত জায়গা দখলমুক্ত করার অভিযানে শামিল হয়েছে।

ক্লাব গুলি এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসায় এলাকার সাধারণ মানুষ জন সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।ক্লাব গুলির পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১০১ ▫ ১৮ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ৪ মাঘ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িতেছে

মানুষ অভ্যাসের দাস। যাহা অভ্যাস করিবেন তাহাই শিরোধার্য হইবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি মানুষকে নতুন নতুন অভ্যাস শিখাইয়াছে। পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া মানুষ নতুন নতুন জিনিস লব্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। স্থান কাল পাত্র বিশেষে নতুন নতুন পথ অবলম্বন করা ছাড়া মানুষের সামনে বিকল্প কোনো পথ খোলা নাই।এক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি মানুষের জীবন ধারায় সংযোজিত হইয়াছে।মানুষ নতুন করিয়া রুটি রুজির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন।গত এক বৎসরে এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসের আগমন কাজের জগৎটিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়াছে। এমন নহে যে, শুধুমাত্র কাজের স্থানটি পরিবর্তিত হইয়াছে। বাস্তবে, সাধারণ মানুষ নিজ জীবিকা লইয়া, কর্মক্ষেত্র লইয়া যে ভাবে ভাবিতে অভ্যস্ত, সেই ভাবনাতেই বিরাট এক পরিবর্তন আসিয়াছে। এই পরিবর্তন অচিরেই মুছিবার নহে, তাহা স্থায়ী, হয়তো বা চিরস্থায়ী। দূরতম প্রান্তে বসিয়া কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখিবার যে নবতম ধারাটি প্রচলিত হইল, তাহাই যে কর্মজগতের ভবিতব্য, মানিতেছেন প্রায় সকলেই। টুইটার, ফেসবুকের ন্যায় বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানগুলি ঘোষণা করিয়াছে, তাহারা সম্পূর্ণ ভাবেই এই পথে হাঁটিবে। গবেষকরা দেখাইতেছেন, বিশ্বের কর্মশক্তির প্রায় ২০ শতাংশের পক্ষেই গৃহ হইতে কাজ করা সম্ভব। ভবিষ্যতে হয়তো কখনওই তাঁহাদের নিজ কর্মক্ষেত্রটিতে পা রাখিবার প্রয়োজন পড়িবে না। সকালে কর্মক্ষেত্রে যাইবার ব্যস্ততা, গণপরিবহণ সময়ে না পাইবার বিরক্তি, যানজটের আতঙ্ক আর কখনও তাঁহাদের স্পর্শ করিবে না। এমনকি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার একান্ত নিজস্ব সম্পর্কটিরও সমাপ্তি ঘটিবে। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক তো শুধু বেতনের বিনিময়ে কর্ম প্রদানই নহে। তাহা আরও বিস্তৃত, আরও গভীর। সেই সম্পর্ক সহকর্মীদের সঙ্গে, কাজের ক্ষুদ্র পরিসরটুকুর সঙ্গে, এমনকি কম্পিউটারটিরও সঙ্গে। সেই সম্পর্ক ছিঁড়িল। কিন্তু তাহাতে যে আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, এমনও নহে। বরং গবেষণায় দেখা গিয়াছে, অনেকেই জানাইয়াছেন, এই নূতন ব্যবস্থা তাঁহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াছে। গৃহ সান্নিধ্যে, যাতায়াতের উদ্বেগ মুক্ত হইয়া তাঁহারা বাড়তি উদ্যমটুকু নিজ কর্মে নিয়োগ করিতে পারিতেছেন। সর্বোপরি, কর্মক্ষেত্রের সময়ের বাহিরে কেহ নূতন কিছু শিখিতেছেন, কেহ ক্ষুদ্র ব্যবসায় হাত পাকাইতেছেন, কেহ নিজ শখ মিটাইতেছেন।

কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। নূতন এই ধারায় লক্ষ রাখিতে হইবে, কর্মীর কাজের সময়টি যেন অ-নির্দিষ্ট না হইয়া পড়ে। গৃহ হইতে কাজ অতএব চব্বিশ ঘণ্টাই কর্মী নিজ কর্মজগতে নিমগ্ন থাকিবেন এমন মানসিকতা পরিত্যাজ্য। ভারসাম্য বজায় রাখিবার দায়িত্ব কর্মীর পাশাপাশি সংস্থারও বটে। গৃহ হইতে জীবিকা সামলাইবার সুযোগ সকলের সমান থাকে না। শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে তাঁহারা যাহাতে পিছাইয়া না পড়েন, দেখিতে হইবে সেই বিষয়টিও। ভারতের ন্যায় দেশে অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সেই বিভাজন স্পষ্ট। পরিকাঠামো গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রেও ভারত বহু পিছাইয়া আছে। সুতরাং, প্রতিকূলতা বিস্তর। দ্রুত তাহার সমাধানও প্রয়োজন। আগামী দিনগুলি অনিশ্চিত। নিঃসন্দেহে যাঁহারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানাইয়া লইবেন, তাঁহারাই টিকিয়া থাকিবেন।

এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে মানুষ যতই তথ্য প্রযুক্তিকে অঁকড়াইয়া ধরুক না কেন, অতীতকে বাদ দিয়া মানবসভ্যতা অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংযোজনই একটি আধুনিক সভ্য সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারিবে। অফিস আদালত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলিতে শুধুমাত্র তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করিলেই প্রকৃত কার্যসম্পাদন অনেকাংশেই সম্ভব হইবে না।দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন অফিস-আদালতে এবং বেসরকারি সংস্থা গুলিতে মানুষজন উপস্থিত হইয়া যেভাবে কার্য সম্পাদন করেছেন সেই প্রথাও বজায় রাখিতে হইবে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য নতুন করিয়া শিক্ষা দিয়াছে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে এটি এক নতুন সংযোজনও বটে। এই কথা সকলকে মানিয়া লইতে হইবে

বিজেপি গোটা ভারতকে শেষ করে দেবে : অনুব্রত মণ্ডল

বর্ধমান, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): বিজেপি গোটা ভারতকে শেষ করে দেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আদানি ও আম্বানিদের দালাল বলে মন্তব্য করে একথা বলেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রামের গোপিনাথবাটিতে অনুষ্ঠিত তৃণমূলের জনসভায় বক্তব্য রাখতে উঠে নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান অনুব্রত। সেই সঙ্গে এদিন তিনি সরব হন মিমের বিরুদ্ধেও।

এদিন পূর্ব বর্ধমানেব আউসগ্রামের জনসভা মঞ্চে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মৌী দেশের সাধারণ নাগরিকদের জন্য কিছুই করেননি। মোদী হচ্ছে বড় লোকেদের দালাল। আদানি, আম্বানিদের দালাল। বিজেপি গোটা ভারতকে শেষ করে দেবে। ওরা দেশের চাষিদের সর্বনাশ করছে, রেল বিক্রি করে দিচ্ছে, কয়লা খনি বিক্রি করে দিচ্ছে। মোদি মুখে যা বলেন করেন ঠিক তার উলটো। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সর্বস্তরের মানুষের জন্য ৬৯টি প্রকল্প চালু করেছেন। সেই কারণে আসন্ন বিধানসভা ভোটে বাংলার মানুষ বিজেপিকে যোগ্য জবাব দেবে। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২২০ থেকে ২৩০ আসনে জয়লাভ করবে। আর এরপর বিজেপি বাংলা থেকে সাফ হয়ে যাবে বলে অনুব্রত মণ্ডল এদিন দাবি করেছেন।

বিজেপির পাশাপাশি এদিন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম)-এরও সমালোচনা করেছেন অনুব্রতবাবু। তিনি বলেন, 'মিম' বলে একটা দল আছে। হায়দরাবাদ থেকে আসছে। ওরা বিজেপির বড় দালাল। এরা 'নেমক হারাম'। এরা বিজেপির কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা নিয়েছে। সভায় উপস্থিত মুসলিম মানুষজনকে উদ্দেশ্য করে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'মিম কে বিশ্বাস করবেন না।' একই সঙ্গে অনুব্রত দাবি করেন, বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে কেউ এনআরসি করতে পারবে না।

চালসায় রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

চালসা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): বিধানসভা ভোটের আগে জলপাইগুড়ির চালসায় রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বিক্ষোভ। 'নো রোড, নো ভোটের' স্লোগান তুলে বিক্ষোভে সামিল হল চা বাগানের শ্রমিক, জনগণ সহ পড়ুয়ারা। রবিবার সকালে মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি চা বাগানের ফ্যাক্টরির গেটের সামনে ব্যানার হাতে নিয়ে ওই বিক্ষোভ দেখানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাতাবাড়ি চা বাগানের ফ্যাক্টরি হয়ে সোমা লাইন, ৬ নম্বর ও ১০ নম্বর লাইন পর্যন্ত প্রায় ৬ কিমি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পরে রয়েছে। বাম আমলে ওই রাস্তায় বালি বজরি পড়লেও তারপর থেকে আর রাস্তা সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে ওই রাস্তাটি কাঁচা অবস্থায় পড়ে আছে। এলাকার একমাত্র ওই রাস্তাটি দিয়ে রোজ বহু জনগণ সহ স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া যাতায়াত করে।

রাস্তার বেহাল দশার ফলে সকলেরেই যাতায়াতের সমস্যা হয়। বর্ষায় কাঁদার জন্য রাস্তা দিয়ে চলা দুস্কর হয়ে পড়ে। ভোটের আগে ওই এলাকায় নেতারা গিয়ে রাস্তা পাঁকা করার আশ্বাস দিলেও ভোট পার হলেই আর কারও দেখা পাওয়া যায়না। বিধানসভা ভোটের আগে রাস্তাটি পাঁকা না করা হলে ওই সমস্থ এলাকার জনগণ এবার ভোট বয়কট করবে বলে হুমকি দেন।

একটি অর্ধোন্মাদ রাষ্ট্রনায়কের বিদায় ও কিছু আশঙ্কা

বরুণ দাসগুপ্ত

ডোনাল্ট ট্রাম্প বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। দ্বিতীয়বারের জন্যও রাষ্ট্রপতি হতে চেয়েছিলেন। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুয়াযী একজন ব্যক্তি দু'বারের বেশি রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না) নির্বাচনে দাঁড়িয়েওছিলেন। কিন্তু হেরে গেলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই হার স্বীকার করবেন না। অযৌক্তিক ভিত্তিহীন সব অভিযোগ তুলতে আরম্ভ করলেন। বললেন, অমুক অমুক রাজ্য তাঁকে জোর করে হারানোর জন্য নির্বাচনে রিগিং হয়েছে। সেসব অভিযোগ ধোপে চিকল না। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেন বেশি ভোটে পেয়ে (৩০৬-২৩২) জিতলেন।

কিন্তু ট্রাম্প ভোটের ফলাফল কিছুতেই মানবেন না। এবং এইভাবে থাকতে গিয়ে যা করলেন তা অকল্পনীয়। নিজের সমর্থক কিছু দুর্বৃত্ত বা 'লুম্পেন' লোকদের লাগিয়ে দিলেন প্যাপিটল হিলে জবরদস্তি ঢুকে পড়ে তাণ্ডব শুরু করতে। মনে রাখা দরকার, এই সব লুম্পেনদের ভোটেই তিনি চার বছর আগে নির্বাচনে জিতে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। শুরু হল তাণ্ডব। পুলিশের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হতে একটু দেরি হল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দাঙ্গাবাজদের পাঁচজন গুলিতে মরলেন। সারা দুনিয়াতে ঢি ঢি পড়ে গেল। সর্বস্তর থেকে এই তাণ্ডব ও তার উস্কানিদাতা ট্রাম্পের নিন্দ শুরু হল। তিনজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি---জিমি কার্টার, বিল ক্লিন্টন ও বারাক ওবামা ধিক্কার দিলেন ট্রাম্পকে।

বিপদটা হল ট্রাম্প এখন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। এখন তাঁর হাতে অসীম ক্ষমতা। এমন কি পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের নির্দেশও একমাত্র তিনিই দিতে পারেন এবং দিলে তা সকলে মানতে বাধ্য। ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনিই সর্বসময় কর্তা। মার্কিন সংসদের স্পিকার ন্যানসি পেলোসি দাবি করেছেন যে ট্রাম্পের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক। অর্থাৎ তিনি বদ্ধ উন্মাদ কিনা, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। ভাবা হচ্ছে, ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে বহাল রাখাটা আদৌ নিরাপদ কিনা। তাঁকে অবিলম্বে সরানোর জন্য তাঁকে 'ইমপিচ' করা যায় কিনা বা মার্কিন সংবিধানের ২৫ তম সংশোধন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা, এই সব বিভিন্ন বিকল্প ভাবা হচ্ছে। অর্থাৎ ট্রাম্প এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই, এমনকি বিশ্বের পক্ষেও বিপজ্জনক বলে মনে করছেন মার্কিনীরাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাংবিধানিক সংস্থাগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী। কোনও হঠকারী বা স্বৈরাচারী মনোভাবাবন্ন প্রেসিডেন্টের পক্ষেও তাঁদেরকে নিজের খেয়াল খুশি মতো চালানো সম্ভভ নয়। সেখানকার গণমাধ্যমগুলিও স্বাধীন। ট্রাম্পের পুরো চার বছরের শাসনকালে গণমাধ্যমগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আদায় কাঁচকলায় বা সাপে-নেউলে। তিনি সাংবাদিকদের প্রকাশ্যে গালাগাল দিতেন, যা তা বলতেন। নিত্য অপমান করতেন। সাংবাদিকরাও তাঁকে সেই ভাষাতেই জবাব দিতেন। তাঁর সহকারীদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যাঁদের তিনি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করতেন, তাঁদের তিনি গৃহভূত্যের মতো যখন তখন ছাঁটাই করতেন, নতুন লোক নিয়োগ করতেন। অনেকে তাঁর অপমান সহ্য করতেন না পেরে নিজেরাই পদত্যাগ করে চলে গেছেন। এই রকম একটি উন্মাদ লোকের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়। ট্রাম্প মার্কিন সংসদকেও নিজের ইচ্ছাধীন করতে পারেননি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সংসদের খটাখটি লেকেছে মাঝে মাঝেই। এমনকি তাঁর নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির অনেকেও তাঁকে পছন্দ করতেন না আদৌ। এখানে বলে রাখি, আপাদমস্তক খামখেয়ালী ট্রাম্প কতবার পার্টি বদলেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। কখনও ডেমোক্র্যাটি, কখনও রিপাবলিকান। আবার ডেমোক্র্যাটি আবার রিপাবলিকান। এখন তিনি রিপাবলিকান পার্টির সদস্য।

তুলনায় ভারতবর্ষের মতো এশিয়া, আফ্রিকার যেসব দেশ দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন হয়েছে, তাদের মধ্যে সরকার মাই বাপ মনোভাবটা এখনও প্রবল ও প্রকট। ওপর থেকে কোনও হুকুম এলে যন্ত্রের মতো তা পালন করার মনোবৃত্তি এদের মজ্জাগত। সেজন্যই এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। সেনাবাহিনীর দ্বারা ক্ষমতা দখল, সেই হয়েছে। আমাদের পাশের দেশ মায়নমারে ১৯৬২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত একটানা সামরিক শাসন চলেছে। এই সব দেশে আমরা বা ব্যুরোক্র্যাটরা তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের হুকুম--- এমনতি অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক হুকুমও---বিনা প্রতিবাদে তালিম করেছেন। হর্ষ মন্দারের মতো স্বাধীনচেতা আমলা আমাদের দেশে বা ক'জনই বা আছেন?

বিপদটা এইখানে। আমাদের দেশের সংবিধানেও 'চেকইস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস'-এর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেটা নামেই আছে, কার্যত নেই। একটা উৎকট উদাহরণ দিই। ইন্দিরা গান্ধির ১৯৭৫ সালে ঘোষিত 'জাতীয় জরুরি অবস্থা। সবাই বিনা প্রতিবাদে গণতন্ত্রের এই হত্যাকাণ্ডকে মেনে নিয়েছিলেন, এমনকি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। জরুরি অবস্থাকালীন ধৃত এক ব্যক্তির পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে হেরিয়াস কর্পাস-এর একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন নীরেন দে আর প্রধান বিচারপতি ছিলেন এ এন রায়। হেবিয়াস কর্পার্সের আবেদনটি উঠতে অ্যাটর্নি জেনারেল নীরেল দে সুপ্রিম কোর্টকে বললেন, জরুরি অবস্থার সময় কোনও মৌলিক অধিকার বলবৎ থাকে না। অতএব এই আবেদন গ্রহণ করার বা শোনার কোনও এক্রিয়ারই সুপ্রিম কোর্টের নেই। এবং কিমাশ্চর্যম, সুপ্রিম কোর্ট সরকার পক্ষের এই যুক্তি মেনে নিল এবং হেরিয়াস কর্পাসের আবেদনটি খারিজ করে দিল। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের কোনও মৌলিক অধিকারই থাকে না। যেটা থাকে তা হল সরকারের নিরঙ্কুশ অধিকার। যা খুশি করার। আজও যদি অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং প্রবল প্রতাপান্বিত কোনও রাষ্ট্রনীয়ক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেবার সাহস পাবে কিনা, সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন। আজকেই বা দেশে মৌলিক অধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকার কতটা আছে? একটা টিকা খর দিই। গো-এয়ার নামে একটি বিমান সংস্থার মিকি মাইক নামে একজন পাইলটকে সোজাসুজি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কেন? তাঁর অপরাধ তিনি নাকি প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য ট্যুইট করেছিলেন। একটা গণতান্ত্রিক দেশে একজন নাগরিকের অধিকার থাকবে না, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করার ? করলে তার চকরি যাবে? কোন দেশে বাস করছি আমরা? সাসক দল আর দেশ সমার্থক? প্রধান আর শেষ সমার্থক? শাসক দল বা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করা মানে দেশদ্রোহিতা? কাজেই ভবিষ্যতে এমন দিন যদি আসে যে রাষ্ট্রপ্রধান বললেন, নির্বাচন করা মানে অহেতুক খরচা আর কাজ পণ্ড হওয়া, কাজেই এখন আর নির্বাচন কারার দরকার নেই। পরে যখন দরকার হবে তখন দেখা যাবে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। এবং সবাই সেটা মেনে নেবে। কারণ, আমাদের মনে গেড়ে বসে থাকা ৎপনিবেশিক লিগ্যাসি—সরকার মাই বাপ। দ্য কিং ক্যান ডু নো রং। এবং এই মানসিকতাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতার মনে ডিক্টের হওয়ার বাসনাকে উস্কে দেয়। সেভাবে আমাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য যেহেতু মাত্র ৭৩ বছরের এবং গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা যেহেতু এই দেশে এখনও বালো করে শেকড় গেড়ে বসতে পারেনি, অতএব কোনও ভারতীয় লুই বোনাপার্তের উদ্ভব এবং তার দ্বারা ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই রকম কোনও অগণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি হবে না ফার্স বা প্রহসন হবে, তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারবে।

ইংল্যান্ড বা আমেরিকার তুলনায় আমাদের সাংবিধানিক সংস্থাগুলি অনেক দুর্বল। প্রশাসন বা একজিকিউটিভের স্বেচ্ছাসেবককে তাঁরা সজেই মেনে নেয়। নাহলে সরকারি প্রধানের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন যেখানে দু'টি রাজ্যের নির্বাচন একই সঙ্গে হওয়ার কথা, সেখানে একটি রাজ্যের নির্বাচন কয়েক দিনের জন্য পিছিয়ে দেয়, যাতে প্রধানমন্ত্রী সেই রাজ্যের প্রচারের জন্য এখটু বেশি সময় পান? বা নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করার একাধিক অভিযোগ পেয়েও নির্বাচন কমিশন শাসক দলের কর্তাব্যক্তিদের মাফ করে দেন এই বলে যে তাঁরা যা করেছেন বা বলেছেন তাতে আচরণবিধি ভঙ্গ করা হয়নি? এর বিরুদ্ধে কমিশনেরই কোনও সদস্যের লিখিত আপত্তিকে শুধু অগ্রাহ্য করেন, না তাঁর আপত্তিকে লিপিবদ্ধ পর্যন্ত করা হয় না।

নির্বাচনে হেরে যাবার সম্ভাবনা থাকলে নির্বাচনে হেরে যাবার সম্ভাবনা থাকলে নির্বাচন না করে শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার মতো ঘটনা এখনও ঘটেনি। কিন্তু ঘটেনি বলে আগামী দিনেও ঘটবে না, এটা ভেবে নেওয়া বা ধরে নেওয়াটা ঠিক হবে না। যদি নাগরিক সমাজের মধ্যে চলে চলুক মনোভাব পেয়ে বসে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হলেও লোকে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ না করে তাহলে গণতন্ত্রে যায়গায় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে। আজকে তিনটি কৃষি আইনকে বাতিল করার জন্য কৃষকদের দাবিকে যেভাবে অগ্রাহ্য করা হল, তারপর আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর সরকারি দমনমূলক ব্যবস্থা নেমে আসবে বলে ধার নেওয়া যায়। সরকারি মানসিকতা আদৌ গণতান্ত্রিক নয়, স্বৈরতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক হলে ব্যাপক প্রতিবাদের সামনে কৃষকদের দাবি মেনে নিয়ে আইনগুলি প্রত্যাহার করাটাই স্বাভাবিক হত। কিন্তু যাঁদের কাছে এই সরকারের টিকি বাঁধা আছে, তাঁদের চটিয়ে এই সরকার কৃষকদের পাশে দাঁড়াবে, এটা আশা করাটাই বোকামি। অতএব কৃষি আইন বাতিল হবে না। গণতান্ত্রিক কাঠামোকে না ভেঙেও কী করে তাকে অন্তঃসারশূন্য করে দেওয়া যায় তা ইন্দিরা গান্ধি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর কেউ যে কখনও সেই রাস্তায় হাঁটবেন না, তা কে বলতে পারে? ইন্দিরা গান্ধি যদি ১৯৭৭ সালের শুরুতে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত না নিতেন, তাহলে আরও অনেক দিন রাজত্ব করে যেতে পারতেন। সেই অভিজঢতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে যদি কেউ সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোটাকে বজায় রেখেই সর্বময় ক্ষমতা দখল করেন, তাহলে তিনি নির্বাচন ডাকার মতো ভুল করবেন না বলেই মনে হয়। বা এমনই হতে পারে যে নির্বাচন হল কিন্তু আপনি আপনার ভোটটা দিতে পারলেন না, আর কেউ দিয়ে দিল। এই অভিজঢতা তো কয়েক বছর আগে আমারা পশ্চিমবাংলাতেই দেখেছি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধাক্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামলে নিয়েছে কারণ তাদের কোনও ঔপনিবেশিক লিগ্যাসি ছিল না। কিন্তু আমাদের তো সেই লিগ্যাসি আছে। আমরা ছো-পোষা মানু,রা সরকারি হুকুম মানতেই অভ্যস্ত, অমান্য করতে নয়। সে এক সময় হয়েছিল বটে, যখন গান্ধিজির নেতৃত্বে দেশ স্বাধীনতার জন্য লড়ছিল। কিন্তু এখন তো আর স্বাধীনতার লড়াই নেই। শুধু শুধু সরকার বিরোধিতা করে ঝামেলায় না যাওয়াই তো ভালো। কোভিড উৎরে উঠলাম। এখন অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমরা আবার বাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবার পথে এগাবো, এইটে ধরে নেওয়াটাই তো ভালো। তবুও একটা আশঙ্কা জাগে। একজন নির্বাচনে পরজিত এবং বিদায়ী রাষ্ট্রনায়ক যদি জোর করে ক্ষমতায় থাকর জন্য তাঁর সমর্থকদের দিয়ে রাষ্ট্রে ওপরে এই রকম হিংস্র আক্রমণ চালাতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে ভারতেও যদি অনুরূপ ঘটনা ঘটে, যদি কোনও প্রতাপশালী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনে হেরে গিয়েও তাঁর সংগঠিত সমর্থকদের দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় থেকে যেতে চান, ভারত রাষ্ট্র সেই ধাক্কাটা সামলাতে পারবে তো? **সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

শিক্ষাণের জানলা- বিদ্যালক্ষ্মী পোর্টাল

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

আমাদের দেশের শিক্ষা ক্যালেন্ডারেফেব্রুয়ারি, মার্চ দশম, একাদশ, দ্বাদশের বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষার মরশুম। তারপরে শুরু উচ্চশিক্ষা-ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি প্রবেশিকা পরীক্ষা। তবে আগে যেমন বছরে একবারই ছিল, এখন একাধিকবার এসব পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। লিখিত, মৌখিক পরীক্ষার সাফল্য অর্জন করে উচ্চশিক্ষার প্রথম ধাপে গৌছনোর পর অনেক শিক্ষার্থী যে প্রশ্নের মুখ হনুমান দুই চার বছর সাধ্যের মধ্যে ফারাক যে অনেক-অনেক। উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার তো কম নয়। আমাদের দেশেই উচ্চশিক্ষার খরচ বেশি একথা ভাবলে, ভুল হবে, পৃথিবীর সব দেশেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং আর্থিকভাবে সহজলভ্য নয়। আর এজন্য প্রায় সব দেশেই উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা- ঋণের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে শিক্ষাণের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আছে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শিক্ষাণ। আমাদের আজকের আলোচনা এই. শিক্ষার বিষয়ে। প্রথমে আর্থিকভাবে মেধাবী পড়ুয়ার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি ঋণ প্রকল্পের প্রাথমিক অভিমুখ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পড়ুয়াদের যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়, সেজন্য শিক্ষঋণে সুদে ভর্তুকির মতো বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা প্রদান স্কিম।

সিএসআইএফ কেন্দ্রীয় সরকারের "সেন্ট্রাল সেক্টর ইন্টারেস্ট সাবসিডি স্কিম" (সিএসআইএফ) একেবারে হালের প্রকল্প তা নয়, অনেক পুরনো। সময়ে সময়ে রদবদল হয়েছে। পেশাদারি, কারিগরির মতো উচ্চশিক্ষা এই শিক্ষাঙ্গণ ভর্তুকি প্রকল্প।

কারা ঋণের সুযোগ পাবেন : ঋণ নিতে আগ্রহী পড়ুয়াদের (পরিবারের) বার্ষিক আয় ৪.৫ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে, তার বেশি হলে হবে না। সলাতক বা স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য রকি প্রত মলের সুবিধা একবারই পাওয়া শাক বা জাতকোনরের ইতেটেড কোর্সে ঋণের সুবিধা মেলে। সরকার স্বীকৃত 'ন্যাক' এনবিএ ইত্যাদি সংস্থার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের পাঠযক্রমেই এই ভর্তুকির সুবিধা। দেশের মধ্যে পড়াশোনার জন্যই ঋণে ভর্তুকি, বিদেশে পড়বার জন্য এই সুবিধা পাওয়া যায় না। মাঝপথে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত হলে খণে ভর্তুকি মেলে না। তবে শারীরিক অসুস্থতায় বিদ্ন ঘটলে এ ব্যাপারে ছাড় রয়েছে। এই সুবিধা নেবার জন্য পরিবারের আয় সব সূত্র থেকে বছরে ৪-৫ লক্ষ টাকারবেশি নয় এই মর্মে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেওয়া আয়ের এই শংসাপত্র থাকতেই হবে। কোন পরিবারের একাধিক পড়ুয়া থাকলে সবাই এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারে।

ভর্তুকি কি এবং কত : এই প্রকল্পে ঋণ নিলে সুদের উপর ভর্তুকি দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠেত্ত ভর্তুকি কি এবং তার পরিমাণ কত? বাজার চলতি শিক্ষাণে স্কিমে সাধারণভাবে শিক্ষাথণ নিলে যে কোর্সে পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে সেই কোর্সের মেয়াদকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঋাণের ওপর সুদর প্রদান করতে হয় না। আর শুধু তাই নয়, কোর্স শেষ হবার পর

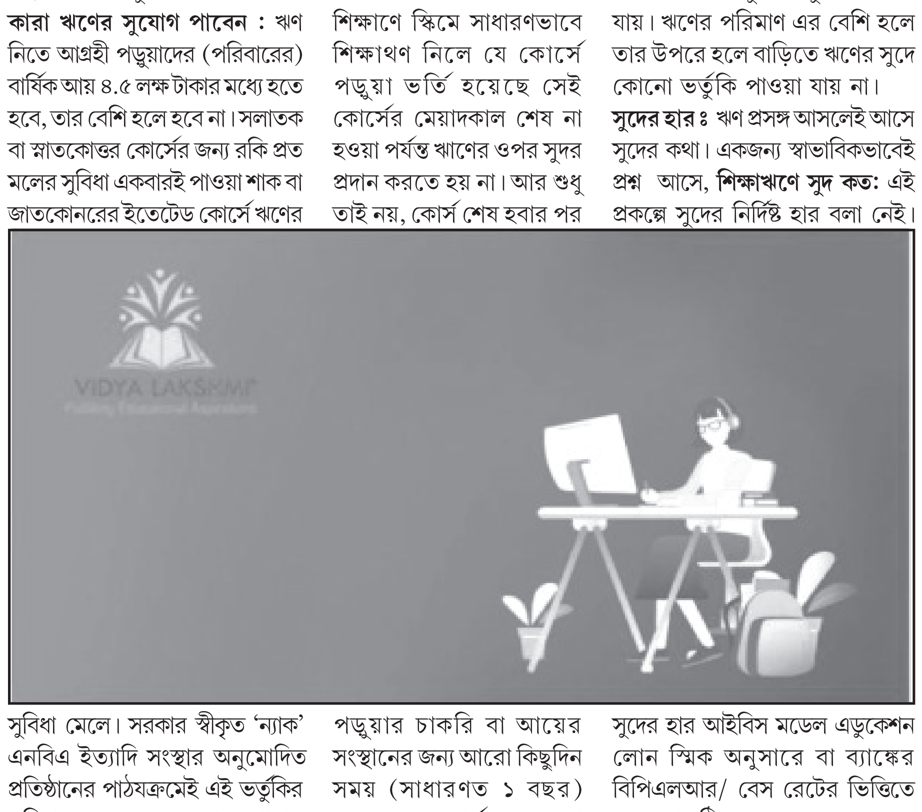

পড়ুয়ার চাকরি বা আয়ের সংস্থানের জন্য আরো কিছুদিন সময় (সাধারণত ১ বছর) দেওয়া হয়। কোর্স শেষ হওয়া এবং তারপরে আরো কিছুদিন ঋণ শোধ না করার যে সুবিধা দেওয়া হয় তাকে বলে সুদ স্থগিতকাল বা মোরেটোরিয়াম পিরিয়ড। এই মোরেটোরিয়াম পিরিয়ডে ঋণের ওপর যে সুদ জমতে থাকে, কোর্স শেষে পড়ুয়াকে পরিশোধ করতে হয়। তবে কেউ ইচ্ছে করলে মোরেটোরিয়ামের সুযোগ না নিয়ে মাসে মাসে ঋণের ওপর সুদ মিটিয়ে দিতে পারে।

ঋণের পরিমাণ ও ভর্তুকি : এই প্রকল্পে কত ঋণ নেওয়া যাবে তা বলা নেই। প্রকল্পটি মূলত সুদে ভর্তুকি, এজন্য সর্বোচ্চ কত পরিমাণে ঋণে ভর্তুকি পাওয়া যাবে তা বলা আছে। ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুদে ভর্তুকি পাওয়া যায়। ঋণের পরিমাণ এর বেশি হলে তার উপরে হলে বাড়িতে ঋণের সুদে কোনো ভর্তুকি পাওয়া যায় না।

সুদের হারঃ ঋণ প্রসঙ্গ আসলেই আসে সুদের কথা। একজন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, **শিক্ষাঋণে সুদ কত:** এই প্রকল্পে সুদের নির্দিষ্ট হার বলা নেই। সুদের হার আইবিস মডেল এডুকেশন লোন স্মিক অনুসারে বা ব্যাঙ্কের বিপিএলআর/ বেস রেটের ভিত্তিতে সুদের হার ঠিক হয়।

সুদের হার : ঋণ-প্রসঙ্গ আসলেই আসে সুদের কথা। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, শিক্ষাণে সুদ কত? এই প্রকল্পে সুদের নির্দিষ্ট হার বলা নেই। সুদের হার আইবিএ মডেল এডুকেশন লোন স্কিম অনুসারে বা ব্যাঙ্কের বিপিএলআর/ বেস টেরভিতিতে সুদের হার ঠিক হয়।

সুদের হারে কনসেশন : পিরিয়ড বা অন্যভাবে বললে সুদ প্রদানে হলিডে'র সময় পড়ুয়া যদি ঋণ/সুদ পরিশোধ করে তবে সুদে ১শতাংশ কনসেশন বা কম লাগে। তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে বার্ষিক/ যান্মাষিক ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের ভর্তুকি মিটিয়ে দিতে হবে।

গ্যারান্টার/ বন্ধক : ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই প্রকল্পে ধণের জন্য কোনো গ্যারন্টার বা বন্ধক লাগে না। তবে কোনো পড়ুয়া যদি ৭.৫ লক্ষ টাকার বেশি ঋণ নিতে চায় তবে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টার/বন্ধক চাইতে পারে।

আবেদন/ নোডাল ব্যাঙ্ক : কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রকের পক্ষে এই প্রকল্পের হ্যান্ডিক্যাপড ফিনান্স কর্পোরেশনের শিক্ষাণ নিয়ে পড়ুয়াদের হয়রানি কমাতে শিক্ষা নিয়ে চালু করা হয়েছে "বিদ্যালক্ষ্মী পোর্টাল"। এই পোর্টালে এক জানলা ব্যবস্থা যেখানে সব পড়ুয়াদের শিক্ষাথণের যাবতীয় তথ্য মেলে, ঋণের জন্য আবেদনও করা যায়। আর শুধু ঋণ নয়, স্কলারশিপের খোঁজখবরও মেলে এই পোর্টালে। ৩৯টি ব্যানর ৭০ শিক্ষাণ সিমের হদিশ এই পোর্টাল থেকে পাওয়া যায়।

নোডাল ব্যাঙ্ক হল কানাড়া ব্যাঙ্ক। কানাড়া ব্যাঙ্ক নোডাল ব্যাঙ্ক হলেও এই ভর্তুকি প্রকল্পে ঋণ পেতে যে কোনো ব্যাঙ্ক বা কয়েকটি নির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করা যায়। এছাড়াও বিসেষ শ্রেণীর পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট ন্যাশনাল মাইনরিটিজ ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন (এনএমডিএফসি), ন্যাশনাল সাফাই কর্মচারিজ ফিনান্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন, ন্যাশনাল।

কীভাবে ঋণ : শিক্ষাণের জন্য আগ্রহী যে কোনো পড়ুয়া এই পোর্টালের মাধ্যমে ঋণের আবেদন করতে পারে। পড়ুয়াকে প্রথমেই নিজের নাম পোর্টালে নথিভুক্ত করতে হবে। এজন্য থাকতে হবে মোবাইল নাম্বার আর ই-মেল আইডি। নাম পূরণ করতে হবে দশম শ্রেণির মার্কশিটে উল্লিখিত নাম অনুসারে। নাম নথিভূক্ত করার পরেই কমন ই-এডুকেশন লোন ত্যাপ্লিকেশন কম (সিইএলএএফ),ত্ত পুরণ করতে হবে তথ্য দিয়ে। এই ফর্ম পূরণ করা সম্পন্ন হওয়া মানেই সব ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য শিক্ষারে আবেদন করার কাজটি শেষ হল। তবে এই ফর্ম পূরণ করে পোর্টালের মাধ্যমে তিনটি ব্যাঙ্ক বেছে নেওয়া যেতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, এই কর্মটি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস আযাসোসিয়েশনই তৈরি করেছে, আর এজন্য এই ফর্ম সব ব্যাঙ্ক মান্যতা দেয়। তবে কোন ব্যাঙ্ক থেকে পড়ুয়া ঋণ নেবে সেটা তার বিষয়।

যেসব নথি লাগবে : পোর্টালে শিক্ষাণের আবেদন করার সময় পড়ুয়া শেষ যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তার সার্টিফিকেট লাগবে। এছাড়া যে কোর্সে ভর্তির জন্য খণ চাওয়া হচ্ছে সেই কোর্সে ভর্তির প্রমাণপত্র, কোর্সের আনুমানিক ব্যয়ের হিসেব, আয়ের শংসাপত্র, ছবি ইত্যাদি। এতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার যে আলোচনা করা হল তা কিছু দেশের মধ্যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত। শুধুমাত্র দেশের মধ্যে পড়ার জন্য শিক্ষাণ পাওয়া যায় তা কিন্তু নয়। বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্যও ঋণ পাওয়া যায়। তবে এই ঋণ নিতে গেলে আরো নিয়মকানুন মানতে হয়, আরো নথি লাগে। আমরা আজকের আলোচনায় পড়ার জন্য শিক্ষাঙ্গণের বিষয়টিতে আসছি না। আমরাআজকের আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা প্রকল্প ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্রি শিপ স্কিম' নিয়ে দু'চার কথা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় বিজেপির উদ্যোগে ডোর ট্যু ডোর কর্মসূচি পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মাতৃশক্তিকে নির্বাচনি প্রচারে ঝাঁপানোর আহ্বান সর্বভারতীয় মহিলা মোর্চা নেত্রী মুন স্বর্ণকারের

পাথারকান্দি (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে মাতৃশক্তিকে সর্বশক্তি দিয়ে দলীয় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় মহিলা মোর্চার সদস্য মুন স্বর্ণকার। রবিবার পাথারকান্দি এবং লোয়াইরপোয়া ব্লক মণ্ডল বিজেপির ডাকে স্থানীয় সোনাখিরা খেলার মাঠে আয়োজিত বিশাল এক মহিলা সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুন।

সভায় সর্বভারতীয় নেত্রী মুন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ফের ক্ষমতায় আসছে বিজেপি। আজকের মহিলা সমাবেশে সহস্রাধিক মহিলার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি সমাগত ভোটের আগাম শুভ সংকেতের বার্তা দিচ্ছে। লোয়াইরপোয়া বিজেপি মণ্ডল প্রভারী জয়শংকর চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সামাজিক অপরাধ বহু কমেছে। মা-বোনরা এখন নিরাপদে চলাফেরা করতে পারছেন। পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে মহিলাদেরও চাকরি দেওয়া হচ্ছে। একই সাথে বাড়িতে অবস্থানকারী অসহায় মা-বোনদের নামেও রাজ্যক সরকার প্রতিমাসে ব্যা ঙ্কের খাতায় টাকাও দিচ্ছে।

তিন তালাক সম্পর্কে মোদী সরকার কঠোর হওয়ায় মুসলিম মা-বোনেরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ফলে আজকের দিনে তালাকের সংখ্যাই বহুগুণ কমেছে। আর এ-সবের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সমাজের মহিলারা কাতারে কাতারে এগিয়ে আসছেন বিজেপির পতাকাতলে। তাই বিজেপির বিজয় ধারাকে আটকাতে অন্যা কোনও দলের সাধ্য নেই, দাবি মুন স্বর্ণকারের। প্রায় পাঁচ হাজার মহিলা কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে সর্বভারতীয় নেত্রী আরও বলেন, গত সাড়ে চার বছরে বিজেপি সরকার মহিলাদের উন্নয়নে যে কাজ করেছে তা কংগ্রেস সরকার তাদের সারা জীবনেও করতে পারেনি।

আজকের সমাবেশে বিজেপির প্রদেশ মহিলা মোর্চার উপ-সভানেত্রী তথা করিমগঞ্জ জেলা মহিলা মোর্চার প্রভারী মধুমিতা নাগ তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিককালে নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে সর্বানন্দ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট চালু থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষায় মেধাবী ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান সহ মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান সরকার।

সমাবেশে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বিজেপি সরকারের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তব তথ্য তুলে ধরে বলেন, বিজেপি সরকার সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ সব-কা বিশ্বাস-এর মূল মন্ত্রে কাজ করে চলছে। এই সরকার জাত-পাতের রাজনীতির ঊর্ধে ওঠে সরকারি প্রকল্পগুলোর সঠিক বাস্তবায়নে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে প্রকল্পের সুবিধা দিচ্ছে। ফলে দিনের পর দিন বিজেপির ভিত আরও মজবুত হচ্ছে। তাই আসন্ন নির্বাচনে তিনি কাজের নিরিখে জনগণকে ভোটদানের আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিন সকালে অনুষ্ঠানস্থলে লোয়াইরপোয়া মণ্ডল সভাপতি ঋষিকেশ নন্দির নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় পতাকা উত্তোলন ও ভারতমাতা, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও দলের প্রাক্তন প্রয়াত বিধায়ক মধুসূদন তিওয়ারির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার প্রভারী কৃষ্ণ দাস, চাঁদখিরা গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি অনিলকুমার ত্রিপাঠি, পাথারকান্দি জেলা পরিষদ সদস্য শান্তিলাল সিনহা, করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা রত্না কানু, অঞ্জনা রায়, নিভা গোয়ালা, পাথারকান্দি মণ্ডল বিজেপি সভাপতি শশীবাবু সিনহা, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য বিপুলা ওরাং, মণিরাজ কুর্মি, পুতনি গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রী নমিতা চাষা (গোয়ালা), মণি তাঁতি, কুকিতল গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি জ্ঞানজ্যোতি কুর্মি, শুভপ্রসাদ তিওয়ারি, বিভিন্ন মহিলা মোর্চার কর্মী সহ পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার কুড়িটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিনিধিরা।

ফেব্রুয়ারিতেই রাজ্যে আসতে পারেন মোদী

কলকাতা, ১৭জানুয়ারি (হি. স.): আগামী মাসেই রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি সূত্রে খবর এমনটাই। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে এসে বিজেপির হয়ে প্রচারে নামতে পারেন তিনি। এদিকে চলতি মাসের শেষের দিকে ফের রাজ্যে আসার কথা সর্ব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার।

যদি সব ঠিক থাকে তবে এক মাসের ব্যবধানেই রাজ্যে আসছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, সর্ব ভারতীয় সভাপতি এবং খোদ প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যের বিজেপি নেতারা চাইছেন, বাংলার প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে সভা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে করাতে। সেই মতো জেলা ও সভার সম্ভাব্য তারিখ সহ একটি তালিকা প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বিজেপি নেতাদের পরিকল্পনা আদৌ বাস্তব হবে কিনা তা পুরোটাই নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর সময়ের উপর। ফেব্রুয়ারিতে ১৩ দিনের বাজেট অধিবেশন রয়েছে রাজধানীতে। তারপর আগামী মাসের শেষের দিকেই মোদীর প্রথম রাজনৈতিক জনসভা করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আফগানিস্তানে বন্দুকবাজদের হামলা, নিহত সুপ্রিম কোর্টের দুই মহিলা বিচারপতি

কাবুল, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): আফগানিস্তানের বন্দুকবাজদের তাণ্ডবে প্রাণ গেল সুপ্রিম কোর্টের দুই মহিলা বিচারপতি। রবিবার সকালে ওই রাজধানী কাবুলে দুই মহিলা বিচারপতি গাড়িতে চড়ে কাজে যাওয়ার সময় হামলার ঘটনা ঘটে। তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় এক দল বন্দুকবাজ। শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন হামলার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। হামলার জেরে আহত হয়েছেন গাড়ির চালকও। কাবুল পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে নিয়েছে আফগান প্রশাসন। আফগানিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেলের মুখপাত্র জামশিদ রাসুলি জানিয়েছেন, নিহতরা শীর্ষ আদালতে কর্মরত ছিলেন। এখনও কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী ওই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে ওই হামলার পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

আফগানিস্তান জুড়ে রয়েছেন সে দেশের শীর্ষ আদালতের অন্তত ২০০ মহিলা বিচারপতি। সম্প্রতি আফগানিস্তান থেকে আড়াই হাজার সেনা সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করেছে আমেরিকা। এই আবহে গত কয়েক মাস ধরে দেশ জুড়ে, বিশেষ করে কাবুলে হিংসার ঘটনা বাড়ছে। যা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে আফগান প্রশাসনের কর্তাদের কপালে।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে শিবসেনা, টুইটে ঘোষণা করলেন সঞ্জয় রাউত

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি স): একুশের নির্বাচন নিয়ে তুঙ্গে উত্তেজনা রাজ্য জুড়ে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। দোরগোড়ায় নির্বাচন, তাই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই মিছিল মিটিং সভা শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। নির্বাচনের উত্তেজনার পারদকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করার ঘোষণা করলেন শিবসেনা সাংসদ

ছয়ের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫৬৫ জন, মৃত্যু ১২ জনের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.):পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫৬৫ জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬২১জন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৬.৯৭শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.৩৯শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন।রবিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭হাজার ৮৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৫হাজার ২৭২জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৪৮হাজার ১৩৬জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ৫৩জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫১জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ১৭৪জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৪১২জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতাকে ছাপিয়ে গেল উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৪জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪১জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ২৬হাজার ২৩১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৬লাখ ৪৭হাজার ৩৬৩টি। এখন রাজ্যে ১০১টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের পাবনায় পালিত হল মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

পাবনা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় রবিবার বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি মহানায়িকা পাবনার মেয়ে সুচিত্রা সেনের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল বাংলাদেশের পাবনায়। এ উপলক্ষে শহরের গোপালপুর মহল্লার হেমসাগর লেনে মহানায়িকার পৈতৃক বাড়িতে সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের আয়োজনে তার ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাজশাহীর ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মি. সঞ্জীব কুমার ভাটিসহ অন্যরা।

পাবনা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণ সভা। সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি এম সাইদুল হক চুন্নুর সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মি. সঞ্জীব কুমার ভাটি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সত্যিকারেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আমি এদেশে কাজ করতে এসে তা বাস্তবে অনুভব করেছি। তিনি বলেন, সুচিত্রা সেনের সেলিব্রেশনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে দুই দেশের প্রীতির বন্ধন আরো জোরদার হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকেই ভারত বাংলাদেশে পরস্পর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। আগামীতেও সেই ধারা অব্যহত থাকবে।

ছয়ের পাতায়

উৎকোচ ! সিবিআই-এর জালে এনএফ রেলের সদর দফতরের সিনিয়র আইআরইএস মহেন্দ্রসিং চৌহান

গুয়াহাটি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : উৎকোচ নেওয়ার অপরাধে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর হাতে আজ গ্রেফতার হয়েছেন গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল (এনএফআর)-এর সদর দফতরে নিয়োজিত সিনিয়র ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (আইআরইএস) আধিকারিক মহেন্দ্রসিং চৌহান। তাঁর সঙ্গে রেলের অন্য দুই আধিকারিককেও গ্রেফতার করেছে সিবিআই।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ রবিবার অসমের রাজধানী গুয়াহাটি, দিল্লি, উত্তরাখণ্ড সহ দেশের আরও দুটি রাজ্যের কুড়িটি স্থানে একই সময়ে হানা দিয়েছিল সিবিআইয়ের পৃথক পৃথক দল। ওই সকল অভিযানে সিবিআই মোটা অঙ্কের নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। ১৯৮৫ ব্যাচের আইআরইএস মহেন্দ্রসিং চৌহান জনৈক ঠিকাদারকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের কোনও প্রজেক্টে অনুমোদনের নামে এক কোটি টাকার উৎকোচ দাবি করেছিলেন। ওই টাকা নেওয়ার সময় নাকি চৌহানকে আজ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত, অভিনেত্রী সায়নী ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী সায়নী ঘোষের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন রিঙ্কু চ্যাটার্জী সিং নামে এক আইনজীবী। রবিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর রিঙ্কু চ্যাটার্জী সিং বলেন, ধর্মীয় ভাবাবেগকে নিয়ে যেভাবে তাঁর টুইটটি সামনে এসেছে, সেটি মেনে নেওয়া যায় না। বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সায়নী ঘোষ নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি বিতর্কিত ছবি দিয়ে টুইট করেন। যা হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করে। দীর্ঘ কয়েক বছর সেই টুইটটি ধামাচাপা পরে থাকলেও সেটি পুনরায় খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। সোশ্যাল মাধ্যমেও সেই টুইটটি নিয়ে ঘোর সমালোচনা চলছে। যার বিরুদ্ধে রবিবার শিলিগুড়ি কমিশনারেটের প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন রিঙ্কু চ্যাটার্জী সিং নামে এক আইনজীবী।

এদিন অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর রিঙ্কু চ্যাটার্জী সিং বলেন, 'এর আগেও ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে সায়নী ঘোষ টুইট করলেও সেগুলি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এবার ধর্মীয় ভাবাবেগকে নিয়ে যেভাবে তাঁর টুইটটি সামনে এসেছে, সেটি মেনে নেওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। যাতে পুলিশ অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন কোনও কাজ করতে সাহস না পায়। তথাগতবাবু একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ঠিকই। তবে একজন মহিলা হয়ে এই টুইটের প্রতিবাদ না করে আমি থাকতে পারলাম না।'

যদি ওই টুইটটি তাঁর অজান্তে হয়েছে বলে শনিবা টুইটে দাবি করেছেন সায়নী। নিজের টুইটে সায়নী বলেন, '২০১৫ সালের ওই টুইটটির বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম না। যেই মুহূর্তে ওই টুইটটি আমার নজরে আসে তখনই সবাইকে জানিয়ে সেটি ডিলিট করে দিই। নিজের ধর্মকে আঘাত করার কোনও ইচ্ছে আমার কোনওদিন ছিল না। কিন্তু এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যেভাবে আমাকে বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা দুঃখজনক।'

ডায়মন্ড হারবার থেকে অসামাজিক লোকদের উচ্ছেদ করে ছাড়বো : বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭জানুয়ারি (হি. স.): অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে বিজেপি নাকি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের তৈরি করে দেওয়া গড় ফের ফিরিয়ে নিতে তৎপর বিজেপি তা নিয়ে এখন তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। আসলে আগামীকাল ডায়মন্ড হারবারের বিষ্ণুপুরে পথসভা রয়েছে বিজেপির। সেই পথে সভাতেই সামিল হবেন দক্ষিণ কলকাতার পর্যবেক্ষক শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং সহ-আহ্বায়ক বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইপথসভা প্রসঙ্গে জানাতে গিয়ে বৈশাখী দেবী অবশ্য ডায়মন্ডহারবারকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর গড় হিসেবে মানতে নারাজ। তার মতে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদ হয়েছেন। ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক তৈরি করে দেওয়া শোভন বাবুর হাতেই। তাই নিজের তৈরি করে দেওয়া সেই জায়গা ফিরিয়ে আনতেই এবার সক্রিয় হচ্ছে বিজেপি বলে মন্তব্য করেছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে, বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার পথসভায় তার কনভয়ে যে হামলার ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনারই দিন ফের একবার নিন্দা করেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই তিনি জানান, 'যেদিন নাড্ডাজির সভায় হামলা হয়েছিল সেদিনই শপথ গ্রহণ করেছিলাম ওই এলাকা থেকে অসামাজিক মানুষদের উৎখাত করে ছাড়বো। সেইমত কাল আমাদের মিছিল হবে। যদি কোন সমস্যা হয় তাও সেই সমস্যাকে জয় করে এগিয়ে যাব।'

উল্লেখ্য,গত সোমবারই গোলপার্ক থেকে সেলিমপুর পর্যন্ত রোড শো করেছিলেন শোভন—বৈশাখী। আর তার পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই গোলপার্ক থেকেই হাজরা মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা করতে দেখা যায়। আর এবার অভিষেকের গড়েই যেতে চলেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, আসন্ন নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার বিজেপি—র কাছে অন্যতম পাখির চোখ। বিধানসভা ভোটের আগে আজ রাজ্যে সাংগঠনিক বৈঠকে বসেছে বিজেপি।

আইসিসিআর-এর এদিন বৈঠকে যোগ দেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় ছাড়াও শিবপ্রকাশ, অরবিন্দ মেনন, দিলীপ ঘোষ, শমীক ভট্টাচার্য, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব।

মালদায় বাইকের সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত বাইক আরোহী

চাঁচল, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): মালদায় বাইকের সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে সামসী-চাঁচল ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের মালতিপুর কেডিবি ভাটার সামনে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বাইক আরোহী। স্থানীয়রা তাঁকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে সামসী-চাঁচল ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের মালতিপুর কেডিবি ভাটার সামনে একটি বাইকের সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। সংঘর্ষে জখম বাইক আরোহী মহম্মদ মোজাম্মেল হক(৩২)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের জনমদল গ্রামে। ঘাতক যাত্রীবাহী গাড়িটিকে চাঁচল থানার পুলিশ আটক করেছেন। চালক পলাতক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইক আরোহী মহম্মদ মোজাম্মেল হক নিজের বাইকে করে সামসীর দিক থেকে চাঁচল অভিমুখে যাচ্ছিল। অন্যদিকে বিহারের দিক থেকে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি সামসীর অভিমুখে যাচ্ছিল। মালতিপুর কেডিবি ভাটার সামনে বাইকের সঙ্গে যাত্রীবাহী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এর ফলে বাইক আরোহী মারাত্মক জখম হন। তাঁর হাতে, পায়ে ও মাথায় চোট লাগে। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় বাইক চালক মহম্মদ মোজাম্মেল হককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বাইকটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। ঘাতক যাত্রীবাহী গাড়িটিকে চাঁচল থানার পুলিশ আটক করেছেন। চালক পলাতক।

আলিপুরদুয়ারে দেরীতে এল প্রশ্নপত্র, বিক্ষোভ দেখালেন আইসিডিএ পরীক্ষার্থীরা

আলিপুরদুয়া১৭ জানুয়ারি (হি.স.): আলিপুরদুয়ারে আইসিডিএস পরীক্ষায় বিভ্রাট। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সঠিক সময়ে না পাওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন পরীক্ষার্থীরা। রবিবার এই ঘটনা ঘটে জেলার একাধিক স্কুলে

রবিবার আলিপুরদুয়ারে ছিল আইসিডিএস পরীক্ষা। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। একাধিক স্কুলে বিক্ষোভ দেখান পরীক্ষার্থীদের একাংশ। চৌপথি এলাকায় দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে। পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভের জেরে একাধিক স্কুল চত্বরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ার হিন্দি স্কুল সহ একাধিক স্কুলে পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় পুলিশ বাহিনী। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, এদিন বেলা ১২টায় পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে, ১টা বেজে গেলেও প্রশ্নপত্রের দেখা পাওয়া যায়নি। তারপরই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাড়তি সময় পরীক্ষা দিতে বললেও তাতে রাজি হননি কেউই। এরপরই শুরু হয় বিক্ষোভ। পরীক্ষার্থীরা একাধিক স্কুলের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন। এ বিষয়ে অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বারইগ্রাম রাধারমণ আশ্রমে শীতবস্ত্র বণ্টন

বারইগ্রাম (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বিগত বছরগুলির মতো এবারও বারইগ্রামে অবস্থিত শ্রীশ্রী রাধারমণ আশ্রম কমিটি এলাকার অসহায় ও দুস্থ জনগণের মধ্যে শীতবস্ত্র বণ্টন করেছে। আজ রবিবার আশ্রম প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বারইগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার দুশোজনকে শীতবস্ত্র বণ্টন করেছেন আশ্রম কমিটির পদাধিকারীরা।

প্রসঙ্গত, আশ্রম কমিটির এ ধরনের সেবামূলক কাজ নতুন নয়। তারা গত কয়েক বছর ধরে সমাজের পশ্চাদপদ জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী বণ্টন করে তাদের সেবাধর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। করোনাকালে টানা প্রায় দশ মাস আশ্রমের দুয়ার না খুললেও প্রতিনিয়ত মন্দিরে পূজাপার্বণের সঙ্গে ৪০ জন সেবাইতের স্বাস্থ্য পরিষেবা চালিয়ে গেছেন আশ্রমের কর্মকর্তারা। এমন-কি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বাইরে বিদ্যমান পরিবারগুলির পাশেও আশ্রম কমিটিকে দাঁড়াতে দেখা গেছে। গত দুর্গা পূজার সময়ও এলাকার দরিদ্র জনগণের মধ্যে বস্ত্রদান করেছেন আশ্রম কমিটির কর্মকর্তারা। একই সাথে দৃষ্টিহীন শিল্পীদের বিশেষভাবে সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দিয়েছে বারইগ্রামের শ্রীশ্রী গোপালজিউ শ্রীশ্রী রাধাবিনোধ জিউ ও প্রভুপাদ শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউ আশ্রম পরিচালন কমিটি।সেই ধারা বজায় রেখে আজ এলাকার দুই শতাধিক জনগণের মধ্যে কম্বল ও গরম পোশাক বণ্টন করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বণ্টন কার্যক্রমে অন্যারন্যকদের মধ্যে ছিলেন আশ্রমের পূজারী কানাই বাবাজি, আশ্রম পরিচালন সমিতির সভাপতি সত্য রায়, সম্পাদক তরুণ চৌধুরী, রঞ্জিত দাস, বাদল পাল, রঞ্জিত রায়, আলোক রায়, নারায়ণ পাল, কার্তিক পাল, জণ্টু সাহা, করুণা পাল, রঞ্জু দেবনাথ, দীপা রায়, সম্রাট রায়, বিষ্ণুপদ রায়, মিঠুন দাস প্রমুখ।

গাজোল থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

গাজোল, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): মালদার গাজোল ব্লক থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ একজনকে গ্রেফতার করল গাজোল থানার পুলিশ। ব্লকের বামনগোলা মোড় স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার ধৃতকে জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নামে গাজোল থানার পুলিশ। বামনগোলা মোড় স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ২ কেজি ২০০গ্রাম গাঁজা সহ ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে পুলিশ।

নিয়মিতকরণের দাবিতে আগরতলায় আয়োজিত হয় সাংগঠনিক সভার। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

থাইরয়েড সুস্থ রাখার খাবার

থাইরয়েড নামক এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই পুষ্টিকর খাবার।থাইরডের সমস্যা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ খাদ্যাভ্যাসে অসচেতনতা। গলায় অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হরমোন শারীরিক বৃদ্ধি ও কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করে। আর এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে থাইয়েড প্রতিরোধক কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। সামুদ্রিকশৈবাল ও সামুদ্রিক খাবার: থাইরয়েডের সমস্যা হওয়ার অন্যতম কারণ হল আয়োডিনের অভাব। থাইরয়েডের কার্যকারিতা বাড়াতে আয়োডিনের প্রয়োজন। আয়োডিনের চাহিদা পূরণ করতে সামুদ্রিক খাবার, সামুদ্রিক সবজি ইত্যাদি খাওয়া উপকারী। তবে অতিরিক্ত আয়োডিন খাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আয়োডিন পরিমিত গ্রহণ করতে হবে। গ্লুটেইন মুক্ত শস্য: গ্লুটেইন হল এক ধরনের প্রোটিন যা খাদ্যশস্যে থাকে। আটা বা ময়দা পানিতে গোলানোর পর যে আঠালো ভাব হয় তার প্রধান কারণ গ্লুটেইন।ওটস ও ভাত ইত্যাদি গম বা গ্লুটেইন ধর্মী

খাবারের চেয়ে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।মাশরুম: প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি'য়ের সবচেয়ে ভালো উৎস হল সূর্যালোক। আর খাবারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ডি রয়েছে মাশরুমে। এটা ভিটামিনের সবচেয়ে ভালো ভেষজ উৎস যা থাইরয়েডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া ডিমের কুসুম সামুদ্রিক খাবার যেমন- টুনা ও স্যামন মাছ এবং দুগ্ধ-জাতীয় খাবারও এই ভিটামিনের ভালো উৎস। **যেসব খাবার এড়ানো উচিত** কিছু খাবার থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নষ্ট করে। থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের সয়া-জাতীয় খাবার যেমন- টফু, ব্রকলি, ফুলকপি, আঁশালো সবজি ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। তবে এইজাতীয় খাবার রান্না করে খেলে যৌগের প্রভাব খানিকটা কমে আসে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া থাইরয়েডের কার্যকারিতায় প্রভাব রাখে। এছাড়াও, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অ্যাল্কোহল ও অতিরিক্ত ক্যাফেইন-জাতীয় পানীয় গুরুতর ক্ষতি করতে পারে।

করোনাভাইরাস এবং ডায়াবেটিস রোগীর সতর্কতা

ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে।বিষয়টা এমন নয় যে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। বরং অসুস্থ হয়ে পড়লে এসব রোগীদের খারাপ জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যদি ডায়াবেটিস সু-নিয়ন্ত্রিত না হয়। এজন্য নিচের বিধিগুলো মেনে চলা উচিত

সামাজিক দূরুত্ব বজায় রাখা।
স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা।
রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা।
চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ডায়াবেটিস এবং করোনভাইরাস

রক্তে উচ্চশর্করার হার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল করে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে।যাদের ডায়াবেটিসের সঙ্গে অন্যান্য রোগ যেমন হার্ট বা ফুসফুসজনিত বা কিডনিজনিত জটিলতা আছে তাদের জন্য করোনভাইরাস প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সংক্রমণ এড়াতে যা করবেন

সর্বোত্তম উপায় হল যতটা পারেন বাড়িতে থাকুন।যদি বাইরে যেতেই হয় তবে অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে কমপক্ষে ৬ ফুট দূরে রাখুন এবং একটি কাপড়ের মাস্ক পরুন। বাইরে বেরোনোর সময় এবং বাড়ি ফিরে অবশ্যই হাত ধোবেন বা হ্যান্ডস্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগেও হাত ধুয়ে নিন এবং যে জায়গায় ইঞ্জেকশন দেবেন সে জায়গা পরিষ্কার করে নিন।বাড়ির প্রত্যেকেরই নিজের হাত প্রায়শই ধোয়া উচিত। বিশেষত পরিবারের জন্য রান্না করার আগে। কোনো বাসন বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস ভাগ করা যাবে না। আর যদি বাড়ির কেউ অসুস্থ থাকে তবে তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব নিজের ঘরে থাকতে হবে।একান্তই একই ঘরে থাকতে হলে একটি কাপড়ের মাস্ক পরতে হবে।করোনাভাইরাসের সময়ে ডায়াবেটিস রোগীর পরিকল্পনা

ইন্সুলিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ বাসায় রাখা যাতে বার বার বাইরে যেতে না হয়।

রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে হাতের কাছে মধু, চিনি-মিষ্টি বা ফলের রসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

অনেক সময় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার দরকার হতে পারে। তাই তার ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে হবে।

যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন, জিজ্ঞাসা করুন

কতবার রক্তের শর্করার পরীক্ষা করতে হবে।

অসুস্থ হলে আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধ কীভাবে সমন্বয় করবেন।

ঠাণ্ডা বা ফ্লু'র কোন ওষুধগুলো আপনার পক্ষে নিরাপদ।

অসুস্থ হলে কী করবেন

যদি অসুস্থ বোধ করা শুরু করেন তবে বাড়িতে থাকুন। মানসিকভাবে শক্ত থাকুন।আপনার রক্তের শর্করা স্বাভাবিকভাবে যতবার পরীক্ষা করতেন তার চেয়ে বেশিবার পরীক্ষা করুন।কোভিড-১৯ ক্ষুধা হ্রাস করতে পারে এবং কম খাওয়ার কারণে শরীর দুর্বল করে ফেলতে পারে। অসুস্থ থাকাকালীন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তরল প্রয়োজন। পানি কাছাকাছি রাখুন এবং পান করুন।জ্বর বা কাশিজাতীয় ভাইরাসের লক্ষণগুলো থেকে মুক্তিদেয় এমন কিছু ওষুধ রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। উচ্চমাত্রায় অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। অ্যাসিটামিনোফেনের কারণে শর্করার মান মনিটরে ভুল দেখাতে পারে।কাশি এবং সর্দির ওষুধগুলোতে চিনির পরিমাণ বেশি। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এগুলো নেওয়ার আগে ডাক্তার বা ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।যদি করোনাভাইরাসের লক্ষণগুলি যেমন- শুকনো কাশি, জ্বর, বা শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায় তবে ডাক্তারকে ফোন করুন। আপনার রক্তে সবর্শেষ শর্করার মান অন্যান্য রোগের কথা ডাক্তারকে খুলে বলুন।নিচের লক্ষণগুলো দেখা মাত্র রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে

ক্লান্তি, দুর্বলতা, শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা
বমি বমিভাব বা বমি হওয়া
পেটের তীব্র ব্যথা
তীব্র শ্বাসকষ্ট

হাসপাতালে যাওয়ার সময় অবশ্যই রোগীর ডায়াবেটিস-সহ অন্যান্য রোগের কাগজপত্র মনে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

করোনা: ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনতেই হবে

নতুন করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি মেনে চলা ছাড়া এই মুহূর্তে মানুষের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইংরেজি ভাষ্য 'সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং'-এর বাংলা হিসেবে 'সামাজিক দূরত্ব' কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে হরদম। এই ভাষান্তর সাদাচোখে ঠিক থাকলেও তার যে প্রভাব পড়েছে, তা কিন্তু ভয়াবহ। অনেকে একে সত্যি সত্যি সামাজিক দূরত্ব বলে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, এই সময়েই বৃহত্তর সমাজের একজন হিসেবে ভূমিকা নেওয়াটা সবচেয়ে জরুরি। কারণ, এই দুর্যোগে সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করে দেবে মানুষের ভবিষ্যৎ।

করোনাভাইরাসের কারণে মানুষ ঘরবন্দী থাকতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রও অর্থনৈতিক ধসের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লকডাউনের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে। এতে প্রতিটি দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মতো করে লকডাউন তুলে দেওয়ার আন্দোলন এখন অনেক দেশেই হচ্ছে বা হব হব করছে। বহু দেশেই এমন ধারার আন্দোলন বা জনরোষ সৃষ্টির আগেই প্রশাসন সবকিছু খুলে দিচ্ছে।

মানুষ কেন এত বড় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক দশায় ফিরে পেতে চাইছে? তারা কি অবুঝ? না, তারা অবুঝ নয়। তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ঘরে বসে থাকার মানসিক ধকলটির কথাই উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের মনে উঁকি দেয় আগে। আর মধ্য, নিম্ন-মধ্য বা নিম্নবিত্ত মানুষের মাথায় আগে আসে অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়টি। এ কারণে দীর্ঘদিন লকডাউনে বসে থাকাটা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে উদগ্রীব হয়ে কাজে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আবার রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ী শ্রেণিও দ্রুততম সময়ে সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়। কারণ, সে খুব ভালো করেই জানে, যে সংকট নিম্নবিত্তকে আক্রান্ত করার মধ্য দিয়ে তার বিস্তার ঘটাচ্ছে, তা তাকেও অনায়াসে গিলে ফেলার ক্ষমতা রাখে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মোদ্দা কথা, সব স্থবির হয়ে থাক, এটা এক কথায় কেউই চায় না। সবাই চায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো ক্ষেত্র আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত অর্থনীতি। সব চালু না হলে না খেয়ে মরতে হতে পারে। কিন্তু সব চালু করলে যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মরতে হয়? এ তো মহা ঝামেলা। এ তো সেই শাঁখের করাত, যার আছে দুদিকে ধার। এই ধার দুপাশকেই কাটতে থাকে। এমনকি সিদ্ধান্তহীনতায় বসে থাকলেও এ কাটতে থাকে। তাই তৃতীয় বিকল্পের দিকে তাকাতে হবে।

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি এই উপদেশ দিচ্ছে যে অর্থনীতি স্বাভাবিক দশায় ফেরাতে সব চালু করতে হবে। তবে কোনোভাবেই আগের উপায়ে নয়। অর্থাৎ, করোনাভাইরাস মানুষের আচরণ ও অভ্যাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রতিটি সংকটই মানুষকে কিছু না কিছু শেখায়। আর মহামারির মতো এত বড় সংকট সাধারণত এক ধরনের অভ্যাসগত পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়। আজকের মানুষের পরিচ্ছন্নতার যে স্বাভাবিক ধারণা, তা কিন্তু গড়ে উঠেছিল এমন সংকট মোকাবিলার মধ্য দিয়েই। এই বঙ্গে যেমন ডায়রিয়ার প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন কিংবা নিরাপদ পানি পানের অভ্যাস গড়ার বিষয়টি সামনে আসে। একই সঙ্গে খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়ার যে অভ্যাস, তারও শুরু জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের এই করোনাভাইরাসের প্রকোপ এমনই অভ্যাস বদলের ডাক নিয়ে হাজির হয়েছে। আর এই বদলটি ব্যক্তি পর্যায়ে হলে হবে না। কারণ, এ ভাইরাসের বিস্তার একটি বৈশ্বিক মহামারির সৃষ্টি করেছে। তাই এ অভ্যাস বদল হতে হবে সামষ্টিকভাবে। এ ক্ষেত্রে জনপরিসরে একজন মানুষের আচরণ কেমন হবে, অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল কী হবে, বাস ও রেলস্টেশনের মতো জনসমাগমের স্থলে মানুষের মান-ব্যবহারটি কী হবে, জনসমাগমের এসব স্থলের নকশা কেমন হওয়া চাইএ সবকিছুই নির্ধারণ করে দেবে ভাইরাসটির সঙ্গে মানুষ কত দ্রুত সহাবস্থান করতে শিখছে তা। যেহেতু খুব দ্রুত এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি আসছে না বা একটি ভ্যাকসিন পেতে এবং তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে এখনো অনেক সময় লাগবে, তাই যে দেশের মানুষ যত দ্রুত এই কৌশলগুলো নিজেদের মতো করে আবিষ্কার করবে, তত দ্রুতই সব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

মার্কিন রোগতত্ত্ববিদেরা এরই মধ্যে বলেছেন, কোনো কার্যকর ভ্যাকসিন ও নির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি হাতে আসার আগেই সবকিছু চালু করতে হলে মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের হার কমিয়ে আনতে হবে। জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির রোগতত্ত্ববিদ ড় জেরাডর্ো চাওয়েলের নেতৃত্বে পরিচালিত এ-সম্পর্কিত এক গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের পরিমাণ আগের চেয়ে ৬৫ শতাংশ কমিয়ে সব কাজ সমাধা করার কৌশল শিখতে হবে। তবেই রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রেখে সব স্বাভাবিক করা যাবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সরাসরি পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন এক বিরাট আচরিক পরিবর্তনের দাবি জানায়। দাবিটি শুধু ব্যক্তি মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের কথাই বলে না। এটি একই সঙ্গে যাবতীয় সামাজিক চুক্তির নবায়নের কথাও বলে। এটি ব্যক্তিকে সমষ্টির কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কারণ, শুধু নিজে সাবধান থাকার মধ্য দিয়ে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে দিনে একবার মাত্র যার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার সুস্থ ও সতর্ক থাকার ওপরও নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নির্ভর করছে। এ কারণে ব্যক্তিক আচরণ নয়, সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করবে সবকিছু কবে স্বাভাবিক হবে।

কোনো সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার মিলবে না। অর্থনীতি বাঁচাতে লকডাউন শিথিলের মতো সিদ্ধান্ত মড়কের দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণ হবে কি না, তা আদতেই নির্ধারণ করবে সমষ্টি। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই চালকের ভূমিকায়। তাদের আমলে না নিয়ে, তাদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা না করে কোনো সিদ্ধান্তের আরোপণ ভয়াবহ হতে পারে। অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো দুধারি তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচতে হলে একটি অঞ্চলের জনসমষ্টি ও ওই অঞ্চলের প্রশাসন উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রশাসনিক অঙ্গের মধ্য থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা জনস্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্ব নিয়ে জনসমষ্টিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে (এই অঞ্চলে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার ও নিরাপদ পানি পানের বিষয়ে পরিচালিত সচেতনতার মতো করে)। ঠিক একইভাবে সমষ্টিকেও বুঝতে হবে, ব্যক্তি নয়, সামষ্টিক চিন্তা ও দায়িত্ববোধই একমাত্র সবাইকে রক্ষা করতে পারে। উভয় পক্ষে এ বোধ যত দ্রুত আসবে, ততই দ্রুত সব স্বাভাবিক হবে।

হার্ট অ্যাটাকের পর জীবনে যে পরিবর্তন জরুরি

হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়া মানেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বেশ কিছু পরিবর্তন আবশ্যক।তা করতে না পারার কারণে অনেকেই দ্বিতীয়বার এই গুরুতর শারীরিক সমস্যার শিকার হন।জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় সেই পরিবর্তনগুলো আনতে পারলে দ্বিতীয়বার এমনটা হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব নয়। আর আগেই থেকেই স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বজায় রাখলে হয়ত কখনই হার্ট অ্যাটাক হত না।হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী স্বাস্থ্যকর জীবন গড়তে করণীয় বিষয়গুলো জানানো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে।তবে মনে রাখতে হবে শুরু করতে হবে ধীরে এবং বাড়াতে হবে ক্রমানুসারে।

যত্নশীল খাদ্যাভ্যাস: দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হওয়া থেকে বাঁচতে হলে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে দিনে কতটুকু ক্যালরি গ্রহণ করছেন। এরপর জানতে হবে সুস্থ থাকতে হলে কতটুকু ক্যালরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। প্রযুক্তির এই যুগে অসংখ্য উপায় আছে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা প্রতিনিয়ত সামলে রাখার। যেসব খাবারে ক্যালরি বেশি কিন্তু পুষ্টি উপাদান তুলনামূলক কম সেগুলো বাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে বিদায় জানাতে হবে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট', 'ট্রান্স ফ্যাট, সোডিয়াম বা লবণ, লাল মাংস এবং চিনিকে। প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে পারলে খুবই ভালো, কারণ এগুলোতে প্রচুর সোডিয়াম ও চিনি থাকে।কর্মচঞ্চল থাকা: হৃদরোগের আক্রান্তদের শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে থাকা সুস্থ মানুষের থেকেও জরুরি। এতে ওই রোগীর হৃদযন্ত্র শক্তিশালী হবে, কমবে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা। সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট শরীরচর্চা নিশ্চিত করতে হবে, যা মধ্যে ৭৫ মিনিট হতে হবে সহনীয় মাত্রার ভারি ব্যায়াম। অবশ্যই সকল শরীরচর্চা চিকিৎসকের পরামর্শ মাফিক হতে হবে। হাঁটা, দৌড়ানো, ঘরের কাজ, মৃদু 'স্ট্রেচিং' সবই হতে পারে শরীরচর্চা।

শরীর ও মনের সম্পর্ক: সুস্বাস্থ্য পাওয়ার পূর্বশর্ত হল মানসিকভাবে তার জন্য ইতিবাচক মনভাব থাকা। মন থেকে চাইতে হবে ভালো থাকতে। হার্ট অ্যাটাকের কথা ভেবেই যদি ভেঙে পড়েন, ভেবে নেন আপনাকে দিয়ে সম্ভব নয় তবে কখনই সম্ভব হবে না। জীবনযাত্রায় আসা পরিবর্তনগুলোকে ইতিবাচকভাবে দেখতে পারলেই তা ধরে রাখতে পারবেন। চিকিৎসকের সঙ্গে শুধু শারীরিক অবস্থা নয়, নিজের মানসিক অবস্থা নিয়েও আলোচনা করতে হবে।ধূমপান একেবারে বন্ধ: ধূমপান হৃদযন্ত্রের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা সবারই জানা। হৃদযন্ত্র ও তাতে থাকা রক্তনালীর ক্ষতি করে, অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত শরীরের অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছাতে বাধা দেয় ইত্যাদি অনেককিছু। তাই ধূমপান সবসময়ই বর্জনীয়, হার্ট অ্যাটাকের পর তো প্রশ্নই আসে না। ধূমপান আপনাকে ছাড়তেই হবে। এমনকি পরোক্ষ ধূমপান থেকেও দূরে থাকতে হবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: শরীরের ওজন যত বেশি হবে, হৃদযন্ত্রের কাজ ততই কঠিন হবে। এতে হৃদরোগের সম্ভাবনাও বাড়ে। সঙ্গে যদি উচ্চ রক্তচাপ ও উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল থাকে তবে ঝুঁকি আরও বাড়ে। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা যায়। পাশাপাশি দরকার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন।কোলেস্টেরল ও রক্তচাপের দিকে নজর রাখা: উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা রক্তনালীর ওপর অনেক চাপ ফেলে, সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়ে উল্লেখযোগ্য হারে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে লবণের মাত্রা কমাতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে হবে।সাহায্য নিতে লজ্জা নয়: হার্ট অ্যাটাকের পর সুস্থ জীবনে ফিরে আসা সহজ কথা নয়, আর তা একা করাও সম্ভব নয়। তাই পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে বা চাইতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। এছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের পর বেঁচে যাওয়া অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কীভাবে তারা সুস্থ জীবনযাপন করছেন সে বিষয়ে জানা ও আলোচনাও করাও মানসিকভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করবে।

নতুন পৃথিবী

পোর্শিয়া নভোযান থেকে নামার পর অবাক হয়ে চাঁদের চারপাশটা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে খিদেও পেল বেশ। ওর আবার অপরিচিত জায়গায় গেলেই বেশি বেশি খিদে পায়। তাই একটা গাড়ি ভাড়া করে এগোতে লাগল রেস্তোরাঁর খোঁজে। চাঁদনী রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই এক এলিয়েন বলল, 'চাঁদঁনিঁ রেঁস্তোঁরাঁয় স্বাঁগঁতঁ। আঁসুঁনঁ, বঁসুঁনঁ।'

পোর্শিয়া ভেতরে ঢুকে বসে মেনু দেখল। মেনুতে লেখা:

১. চাঁদের টুকরার স্যুপ
২. তারার কেক
৩. মঙ্গলের পোলাও
৪. চাঁদনী মসলার চাট

আরও অনেক আজব খাবারও ছিল সেখানে। পোর্শিয়া চাঁদের টুকরার স্যুপ খেল। স্বাদটা ভীষণ অদ্ভুত। খাওয়া হলে পোর্শিয়া একটা নদীর তীরে গেল। নদীটির নাম মুনাই। নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত পোর্শিয়া গিয়ে দাঁড়াল চাঁদমনি দিঘির ঘাটে। সেখানে পা রাখতেই হঠাৎ পিছলে পড়ে গেল। এমন সময় কেউ তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কী রে, ওঠ, স্কুলে যাবি না?'

পোর্শিয়া দেখল, মহাকাশে ওদের ভাসমান কৃত্রিম গ্রহ থেকে দূরের ঘোলাটে পৃথিবীটা দেখা যাচ্ছে। ওর মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। আহা, কী সুন্দর ছিল পৃথিবীটা! আর ওই যে মায়াবী চাঁদটাও...!

রবিবার বেআইনি উচ্ছেদ চালায় এমসি কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

প্রেসিডেন্ট পদে বসেই ট্রাম্পের একাধিক সিদ্ধান্ত বাতিল করবেন বিডেন

ওয়াশিংটন, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে আমেরিকার যেসব নীতি বদলে ফেলা হয়েছিল, সেগুলো আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চলেছেন দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু করবেন জো বিডেন। শপথ নিয়েই তিনি আবাসন ও শিক্ষা ঋণ, জলবায়ু পরিবর্তন আর অভিবাসনের মত ডজনখানেক বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তনের জন্য নির্বাহী আদেশে সই করবেন । এমনটাই জানিয়েছেন জানিয়েছেন জো বিডেনের চিফ অব স্টাফ রন ক্লেইন।

আগামী ২০ জানুয়ারি বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জায়গায় নয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন জো বিডেন । আর চেয়ারে বসেই প্রথম দশদিনে ট্রাম্পের নেওয়া বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বাতিল করবেন। তার মধ্যে অন্যতম অবশ্যই প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে ট্রাম্পের সরে আসার সিদ্ধান্ত। বিডেন ফের একবার এই চুক্তিতে আমেরিকাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। এছাড়া রদ করা হবে সাতটি ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে মার্কিন মুলুকে প্রবেশে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেটাও। ইতিমধ্যে প্রথম দশ দিনে বিডেনের কর্মসূচির সমস্ত পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন জো বিডেনের চিফ অব স্টাফ রন ক্লেইন।

এর আগে, ২০১৭ সালের জুন মাসে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে আমেরিকার বেরিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেছিলেন, এই চুক্তিতে আমেরিকার কোনও উপকার হচ্ছে না। উলটে চিন-ভারতের মতো দেশ লাভবান হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওই বছরই ইরান, ইরাক, সোমালিয়া, সিরিয়া, সুদান, লিবিয়া এবং ইয়েমেনের নাগরিকদের মার্কিন মুলুকে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেন ট্রাম্প।

যা নিয়ে তীব্র বিতর্কও দেখা দিয়েছিল। আর ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তগুলোই বাতিল করবেন বিডেন। এছাড়া প্রথম দশদিনেই মার্কিন জনগণকে স্বস্তি দিতে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। তার মধ্যে রয়েছে করোনা মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ। এছাড়া রয়েছে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত খোলা, স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করা, করোনা টেস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এমনটাই জানিয়েছেন চিফ অব স্টাফ রন ক্লেইন।

এই প্রসঙ্গে ক্লেইন সাংবাদিকদের জানান, “আমাদের প্রথমেই চারটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে- করোনা সংকট, তার কারণে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক মন্দা, জলবায়ু সংকট এবং জাতিবিদ্বেষ মূলক নানান সমস্যা। আর এগুলোর দ্রুতই সমাধান প্রয়োজন। হোয়াইট হাউসে প্রথম দশদিনে নব নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেন এই সমস্যগুলো সমাধান করবেন, যাতে ফের একবার আমেরিকা বিশ্বে তার পুরনো স্থান ফিরে পায়।”

যাত্রী দুর্ভোগ কমাতে আগামীকাল থেকে খুলছে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনের একাধিক গেট

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি(হি স): করোনা কাঁটায় বেশ কয়েকদিন মেট্রো বন্ধ থাকার পর অবশেষে যাত্রীদের কথা চিন্তা করে খুলে গিয়েছে কলকাতা মেট্রোর দ্বার।করোনা আবহের শুরুর দিকে সম্পূর্ণরূপে মেট্রো চালু না হলেও লোকাল ট্রেন চালু হতেই মেট্রোর যাত্রী সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে। নতুন বছরের শুরুতেই পুরনো ছন্দে ফিরছে মেট্রো। আর এবার আগামীকাল সোমবার থেকে যাত্রীদের সুবিধার্থে খুলে যাচ্ছে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনের একাধিক গেট।

করোনা আবহে মেট্রো চলাচল শুরু হলেও প্রথমে মেট্রো যাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। যদিও ধাপে ধাপে পরিবর্তন করা হয়েছিল নিয়ম। পুরুষদের জন্যই বহাল থাকলেও বয়স্ক, মহিলা এবং ১৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য ই পাশে দেওয়া হচ্ছিল ছাড়। তবে, নতুন বছরেই পাসের ক্ষেত্রেও বদলে গিয়েছে নিয়ম। ৪ জানুয়ারি থেকে অফিসটাইম বাদে অন্য সময় লাগছিল না ই-পাস। আর আগামীকাল সোমবার থেকেই ই-পাসের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র স্মার্ট কার্ড থাকলেই যাতায়াত করা যাবে। তবে, এতদিন ভিড় এড়াতে মেট্রো স্টেশনের একাধিক গেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

তবে, সোমবার থেকে একাধিক স্টেশনে মোট ৫টি অতিরিক্ত গেট খোলা হবে। সেন্ট্রাল স্টেশনের ৫ নম্বর গেট কাল থেকে খোলা থাকবে প্রবেশের জন্যও। কালীঘাট স্টেশনের ৪ এবং ৫ নম্বর গেট দিয়েও যাত্রীরা বেরতে পারবেন। ১০ নম্বর গেট দিয়ে করা যাবে প্রবেশ। কাল থেকে রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনের চার নম্বর গেট খুলে দেওয়া হবে যাত্রীদের বেরনোর জন্য। সেই সঙ্গে চাঁদনী চক এবং পার্ক স্ট্রিট স্টেশনের ১ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ এবং প্রস্থান দুই’ই করা যাবে।

স্থানান্তর করার পর মাঝপথে রোগীর মৃত্যু হলে মৃত্যু শংসাপত্র দিতে হবে প্রথম হাসপাতালকেই

কলকাতা, ১৭জানুয়ারি (হি. স.): এক হাসপাতাল থেকে কোন হাসপাতালে স্থানান্তর করার সময় মাঝপথে রোগীর মৃত্যু হলে সে ক্ষেত্রে মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে হয়রানির শিকার হতে হয় পরিবারকে। এ পরিস্থিতিতে রোগীর পরিবারের হয়রানি কমাতেই নয়া সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে এবার থেকে যেই হাসপাতাল স্থানান্তর করবে সেখান থেকে নতুন হাসপাতালে যাওয়ার আগেই মাঝপথে যদি রোগীর মৃত্যু হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে আগের হাসপাতালকে দিতে হবে মৃত্যুর শংসাপত্র। ১৯৬৯ সালের বার্থ এন্ড ডেথ আইন অনুযায়ী এই নিয়ম করা হয়েছে।

অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন হাসপাতালে রোগী ভর্তি হলে তার আরও উন্নত মানের চিকিৎসা দরকার এর জন্য অন্য হাসপাতলে তাকে স্থানান্তর করার কথা বলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল। সে ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা যদি আশঙ্কাজনক থাকে অনেক সময় নতুন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মাঝপথে মৃত্যু হয়। এরপর সেই মৃত ব্যক্তিকে ওই নতুন হাসপাতালে নিয়ে গেলে তারা মৃত্যু শংসাপত্র দিতে রাজি থাকে না। অন্যদিকে আগের হাসপাতাল যেহেতু ওই রোগীকে স্থানান্তর করে দিয়েছে তাই তারাও মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে চায়না। এই অবস্থায় সমস্যায় পড়তে হয় রোগীর পরিবার দের।

এইই সমস্ত সমস্যা কাটাতেই রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে এবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নির্দেশ দিয়েছে। প্রথম হাসপাতাল চাইলেই প্রয়োজন বুঝে রোগীকে রেফার করতেই পারে। তবে সে ক্ষেত্রে যদি মাঝপথে রোগীর মৃত্যু হয় তাহলে ওই মৃত ব্যক্তির মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে প্রথম হাসপাতালেরই। যেহেতু দ্বিতীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাই দ্বিতীয় হাসপাতালের এই নিয়ে কোনো দায় থাকবে না।

নেতার দল বদলে তৃণমূলের কার্যালয় হয়ে গেল বিজেপির

ক্যানিং, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): একদিকে যখন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় দক্ষিন ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে বিজেপি বিরুদ্ধে সভা করতে আসছেন, ঠিক তখন ক্যানিংয়ে একটি তৃণমূলের কার্যালয় বদলে গেল বিজেপির কার্যালয়ে। সৌজন্যে ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূলের সহকারি সভাপতি অর্ণব রায়। বিগত তিন বছর ধরে তৃণমূলের সাথে থাকলেও রবিবার তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিলেন বিজেপিতে। আর সেই কারণে তাঁর নিজস্ব কার্যালয় যা বিগত তিন বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় হিসেবে ছিল তা এদিন বদলে হল ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়।

রবিবার দুপুরে কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দফতরে গিয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি অর্ণব রায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলিপ ঘোষ পতাকা তুলে দেন অর্ণবের হাতে। অর্ণবের সাথে এদিন প্রায় দুশো তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগ দেন।

দল বদল এই প্রথম নয়, দীর্ঘদিন দক্ষণ ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন অর্ণব। বছর তিনেক আগে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তৃণমূল দলে যোগ দিতেই দীর্ঘদিনের এই রাজনীতিবিদকে ক্যানিং ১ ব্লকের সহ সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিল দল। কিন্তু তিন বছরের মাথায় তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিলেন বিজেপিতে। কিন্তু কেন এবারের দল বদল? অর্ণব বলেন, “ তৃণমূলে খোলা হাওয়া নেই। ক্যানিংয়ে তৃণমূলের সংগঠন করার মতো পরিবেশ নেই।” তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুনিপ দাস বলেন, “ওনাকে বিজেপিতে স্বাগত। আমরা আশাবাদী উনি আমাদের দলে এসে সংগঠনকে আরও মজবুত করবেন।”

সুদানে আরব ও আফ্রিকানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত ৩২, আহত ৭৯ জন

খার্তুম, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): আফ্রিকার দেশ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ দারফুরে আরব ও আফ্রিকানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩২ জন নিহত এবং ৭৯ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রদেশটিতে কারফিউ জারি করা হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে অঞ্চলটিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে।

গত শুক্রবার থেকে এখানে নতুন করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। দুই সপ্তাহ আগে এখান থেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থার কর্মী আল-সাফি আব্দুল্লাহ জানান, ঘটনার সূত্রপাত হয় গত শুক্রবার। ক্রিনডিং আন্তর্জাতিক শরণার্থী শিবিরে এক আরব শরণার্থীকে স্থানীয় একটি বাজারে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার জেরে শনিবার স্থানীয়দের সঙ্গে শরণার্থীদের সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রদেশটিতে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

দারফুর প্রদেশের রাজধানী জেনেনার প্রধান হাসপাতালের চিকিৎসক সালাহ সালেহ সাংবাদিকদের বলেন, হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বাড়তে পারে। কারণ অনেকেই হাসপাতালে আসতে পারেছেন না।

হাওড়ায় তৃণমূলের মিছিলে গরহাজির বেসুরো তিন মন্ত্রী

কলকাতা, ১৭জানুয়ারি(হি. স.): মান ভঞ্জন হয়নি! তাই হাওড়ায় দলীয় কর্মসূচিতে ফের গরহাজির থাকলেন তৃণমূলের বেসুরোরা। রবিবার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত তৃণমূলের মিছিল ছিল। কিন্তু বিগত কয়েকদিনের মতই এদিনও তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মযেরতন শুক্লা, ও বৈশালী ডালমিয়ার দেখা মিলল না। যদিও বেসুরো তালিকায় সংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল।

শেষ মুহূর্তে দলের অপর এক সংসদ ও বর্ষিয়ান নেতা সৌগত রায়ের ফোনে অভিমান ভুলে ফের সাংগঠনিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিলে পা মেলালেন তিনি। এদিনের মিছিলে গরহাজির বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা পাওয়া যায়নি লক্ষ্মীরতন শুক্লা এবং বৈশালী ডালমিয়ারও। এর আগে লক্ষ্মীরতন শুক্লা নিজেই সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন বিধায়ক পদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তৃণমূলের সঙ্গেই আছেন। খেলার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য তিনি রাজনীতি থেকে সরে যেতে চান আপাতত। কিন্তু অন্যদিকে বৈশালী ডালমিয়া তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার কোনও বার্তা দেননি। অথচ একের পর এক অনুষ্ঠানে তিনি অনুপস্থিত থাকছেন। এদিকে রাজ্যের বনমন্ত্রী শনিবার ফেসবুক লাইভে জানিয়েছিলেন পদের জন্য নয় মানুষের জন্য কাজ করতে চান। তাই স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক মহলে তৃণমূলের এই তিন নেতাকে নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে এই তিন তৃণমূল হেভিওয়েট প্রার্থীদের বিজেপিতে যোগ দেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে প্রসূন অভিযোগ করেছিলেন দল কোনও সিদ্ধান্তের কথাই তাঁকে জানায় না। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে সে খবর পেতে হয়েছিল তাঁকে। অভিমান সামনে আসার পরই রাজনৈতিক মহলে মাথাচাড়া দিতে থাকে দল বদলের নয়া জল্পনা। এই জল্পনার মাঝেই প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানভঞ্জনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন সৌগত রায়। শনিবার হাওড়ার সাংসদকে ফোন করেন। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় দু’জনের। কাজের ক্ষেত্রে ঠিক কী সমস্যা হচ্ছে, সে সংক্রান্ত খোঁজখবর নেন। মনের কথা খুলে বলেন প্রসূন। দু’পক্ষের কথোপকথনে মেলে সমাধান সূত্র। মান-অভিমান থাকলেও দলবদল করবেন না বলেই জানিয়ে দেন প্রসূন।

অভিমান ভুলে রবিবার থেকেই সাংগঠনিক কাজে কোমর বেঁধে নামলেন প্রাক্তন ফুটবলার। অরূপ রায়ের নেতৃত্বে ডুমুরজলা থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত তৃণমূলের মিছিলে পা মেলালেন তিনি। ছিলেন জটু লাহিড়ীও। সম্প্রতি তিনিও তৃণমূলের ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন।

তিনদিনের সফরসূচি নিয়ে ১৮ জানুয়ারি উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দল নিয়ে গুয়াহাটি আসছেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

গুয়াহাটি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : তিনদিনের সফরসূচি নিয়ে আগামীকাল ১৮ জানুয়ারি উচ্চস্তরীয় এক প্রতিনিধি দল নিয়ে গুয়াহাটি আসছেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অরোরা নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলে থাকবেন তিন নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র, রাজীব কুমার ও ধর্মেন্দ্র শর্মা (ডিজি), ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার চন্দ্রভূষণ কুমার, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর এডিজি তথা মুখপাত্র শেফাইল বি শরণ, সিনিয়র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নরেন্দ্র এন বুটলিয়া, ডিরেক্টর অব এক্সপেনডিচার পঙ্কজ শ্রীবাস্তব এবং ইভিএম কনসালটেন্ট বিপিন কাটারা।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দলটি আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজ্য প্রশাসনের প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখবে। তিন দিনের গুয়াহাটি সফরকালে তাঁরা পৃথক পৃথক বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, গৃহসচিব, পুলিশ-প্রধান এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে। এছাড়া রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক, পুলিশের নোডাল অফিসার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ এবং নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, এই সময়কালে তিনি পৃথকভাবে বৈঠকে বসবেন সব জেলায় নিয়োজিত নির্বাচন আধিকরিক, জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গেও। নির্বাচনী উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দলটি ধারা বৈঠক সম্পন্ন করে ২০ জানুয়ারি ফের দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করবেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আন্দোলনের নাম, মন্তব্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর

উত্তর ২৪ পরগনা , ১৭ জানুয়ারি(হি স): দোরগোড়ায় একুশের নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। এরই মাঝে রবিবার বারাকপুরে সভা করেন রাজের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আন্দোলনের নাম" সভা থেকে মন্তব্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর।

সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আরও বলেন, " মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আন্দোলনের নাম। আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উঠে আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য মমতার লড়াই শুধু বাংলা বা ভারত নয়, গোটা বিশ্ব দেখছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হননি। যখন নেত্রী ছিলেন তখনও মানুষের জন্য লড়াই করেছেন। মুখ্য জায়গায় থেকেও তিনি মানুষের পাশে রয়েছেন। মানুষের লড়াইটাকে সংগঠিত করেছেন"।

এরপরেই বিজেপিকে কটাক্ষ করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আরও বলেন, " শ্যুট বুট পরে হাওয়াই চটির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না। মানুষের জন্য মমতার লড়াই গোটা বিশ্ব দেখেছে"।

করোনা আক্রান্ত সৌমিত্র কন্যা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি স): গত বছরের শেষের দিকেই প্রয়াত হয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র। করোনাই একপ্রকার অনুঘটকের মত না ফেরার দেশে নিয়ে গেছে বাঙালির অপুকে। আর এবার করোনা আক্রান্ত সৌমিত্র কন্যা পৌলমী। আপাতত সৌমিত্র কন্যা রয়েছেন হোম আইসোলেশনে।

সূত্রের খবর, প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পর এবার করোনায় আক্রান্ত পৌলমী বসু। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে বর্তমানে তার শ্বাসকষ্টের সমস্যাও রয়েছে। তবে হাসপাতালে ভরতি হননি তিনি। বাড়িতেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রসঙ্গত ১৫ নভেম্বর বেলা ১২.১৫ নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা সৌমিত্র। গত বছর ৬ অক্টোবার অভিনেতাকে যখন বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল চিকিৎসার জন্য তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন ঠিকই কিন্তু পরবর্তীকালে করোনামুক্ত হয়ে যান অভিনেতা। কিন্তু এরপর মাল্টিঅর্গান ফেলিওর, ব্রেনডেথ হয়ে মৃত্যু হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের।

৩০ বা ৩১ জানুয়ারি রাজ্যে আসার সম্ভাবনা অমিত শাহর: ঘোষণা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। সেই তালিকায় পিছিয়ে নেই বঙ্গ বিজেপিও। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মেতেছে বিজেপি। এরই মাঝে ফের রাজ্য সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার হেস্টিংস

ছয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর ছবি পোস্ট জনৈক শিক্ষকের, এফআইআর, ‘ভিত্তিহীন মামলা’র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

শিলচর (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : কবি, সাংবাদিক তথা শিক্ষক তমোজিৎ সাহার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন শিলচরের কতিপয় নাগরিক। আজ রবিবার উকিলপট্টিতে অবস্থিত বাম শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র জেলা কার্যালয়ে এক সভায় তমোজিতের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শীঘ্র তা প্রত্যাহার করার দাবি তুলেছেন বক্তারা। মূলত শিলচরের বাসিন্দা জনৈক তমোজিৎ সাহা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার এবং ওই রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত চৌতালাকে নিয়ে আপত্তিজনক ছবি পোস্ট করেছিলেন বলে অভিযোগ তুলে শিলচর সদর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন বাম সংগঠনের নেতারা।

আজকের প্রতিবাদী সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন বিশ্বজিৎ দাস, সুব্রত রায়, শান্তনু সেনগুপ্ত, জয়দীপ ভট্টাচার্য, মানস দাস, প্রদীপ নাথ, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, ভবতোষ চক্রবর্তী, কমল চক্রবর্তী, হিল্লোল ভট্টাচার্য, রাহুল রায়, সুজিত দাস, বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রত্যেক বক্তা তমোজিৎ সাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের ঘটনায় উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা ক্রমাগত চলছে।

উপস্থিত সদস্যরা এ-ও বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের স্বপ্নকে পদদলিত করে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বিবেকবান, সচেতন নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান সভায় উপস্থিত জনগণ। পাশাপাশি এ ধরনের ভিত্তিহীন মামলায় কোনও গুরুত্ব না দিতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। সভা থেকে জেলার সাধারণ প্রশাসনের কাছেও দাবি জানানো হয়েছে, শহরের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ-ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় সচেতন নাগরিকরা আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিলচর শহরের পাবলিক স্কুল রোডের বাসিন্দা তথা রামানুজ গুপ্ত জুনিয়র কলেজের শিক্ষক তমোজিৎ সাহা সম্প্রতি একটি ফটো পোস্ট করেছেন। ফটোয় দেখা যাচ্ছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার এবং ওই রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত চৌতালার গলায় জুতোর মালা। এই আপত্তিজনক ফটোটি দেখে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের গুরুচরণ কলেজ (শিলচর) ইউনিটের সভাপতি স্নেহাংশু ভট্টাচার্য শিলচর সদর থানায় তমোজিৎ সাহার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন। স্নেহাংশু ভট্টাচার্য তাঁর এফআইআর-এ লিখেছেন, তমোজিৎ সাহা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার এবং হরিয়ানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত চৌতালার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে তাঁদের অপমান করেছেন। কেবল তা-ই নয়, তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক এবং ঘৃণ্য মন্তব্য করেছেন তাঁর (তমোজিৎ) পোস্টে। তাই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন স্নেহাংশু ভট্টাচার্য।

এদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার বনোয়ারিলাল মিনা হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান, প্রাপ্ত এফআইআর-এর ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৪, ৫০১ এবং আইটি আইন-২০২০-এর ৬৭ ধারায় ১৬৭/২০২১ নম্বরে মামলা রুজু হয়েছে। তিনি জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে অভিযুক্ত তমোজিৎ সাহাকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। তাঁর পোস্ট করা বিষয়গুলি যাচাই করা হচ্ছে, জানান পুলিশ সুপার মিনা।

২০২১ নির্বাচনের আগে, ফের পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতির পদে অপূর্ব মুখার্জি

দুর্গাপুর, ১৭ জানুয়ারী(হি.স.): ২০২১ এ অপু”তেই আস্থা দিদির। নির্বাচনের আগে রদবদল পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে। আবারও তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি হলেন অপূর্ব মুখার্জি। জেলা কো-অর্ডিনেটার দুই বদলে বাড়িয়ে করা হল চার। আর অপুর্ব মুখার্জীকে জেলা সভাপতি করতে অনুগামীদের চরম উৎসাহ। দুর্গাপুর শহরে তৃণমূলকর্মীদের মোটরবাইক র‍্যালি। শিল্পশহরে তৃণমূল বাড়তি অক্সিজেনের আশা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত, গত ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দুর্গাপুরে দুটি আসনই হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। এমনকি অপুর্ব মুখার্জী নিজেও পরাজিত হয় সিপিএম - কংগ্রেস জোটের কাছে। তার জেরে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে ব্যাকফুটে চলে যায়।

তারপর থেকে নিজেকে রাজনীতির ময়দান থেকে আড়াল করে রাখেন অপুর্ববাবু। পরবর্তী ২০১৭ সালে পুরসভা নির্বাচনেও তিনি আর প্রার্থী না হওয়ায় অনুগামীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। শেষ পর্যন্ত পুর্ব বর্ধমান থেকে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে আসরে নামতে হয় মানভঞ্জনে। তবে ময়দানে প্রচারে নামলেও ততটা সক্রিয়াতা দেখা যায়নি। তারপর দামোদর দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে। পুর নির্বাচনে বিস্তর অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দুর্গাপুর-বর্ধমান আসনটিও তৃণমূলের হাতছাড়া হয়। শুধু তাই নয়। লেকসভার বিধানসভা ভিত্তিক ফলে দুর্গাপুরের দুটি আসনে লক্ষাধিক ভোটে পিছিয়ে তৃণমূল। এমনকি হাতে গোনা কয়েকটি ওয়ার্ড ছাড়া সবক”টিতে পিছিয়ে তৃণমূল। রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড়ে অনেকটাই ব্যাকফুটে ঘাসফুল শিবির। তার ওপর ক্রমাগত রক্তক্ষরন অব্যাহত। একের পর এক বিধায়ক, সাংসদ কাউন্সিলার হেভিওয়টরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া ক্ষমতা পুনরদখলে প্রবল চাপে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এমনকি শিল্পাঞ্চলেও তৃণমূলে ধস নামতে শুরু করে। দলের একদা জেলা সভাপতি জীতেন্দ্র তেওয়ারীর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জল্পনায় জল্পনা শুরু হয়।

সম্প্রতি দুর্গাপুরে সার্কিট হাউজ উদ্বোধনে আসেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছয়ের পাতায়

যান্ত্রিক সমস্যা, ভোপালে জরুরি অবতরণ কলকাতাগামী ইন্ডিগোর বিমানের

ভোপাল, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): মাঝ আকাশে আচমকা যান্ত্রিক ত্রুটি সুরাট থেকে কলকাতাগামী ইন্ডিগোর একটি যাত্রীবাহি বিমানে। রবিবার দুপুরে ১৭২ জন যাত্রী নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই ভোপালে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হল৬ই৩৫৭ নম্বরের ওই বিমানটি। বিমানের যাত্রী এবং কর্মীরা সুরক্ষিত বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ভোপাল বিমানবন্দর অধিকর্তা।

ভোপাল বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্ডিগোর ওই বিমানটি সুরাত থেকে ১৭২ জন যাত্রীকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু ওড়ার কিছু ক্ষণের মধ্যে আচমকাই যান্ত্রিক গন্ডগোল দেখা দেয়। যোগাযোগ করা হয় এয়ার ট্র্যাফিক কন্টোল (এটিসি)-র সঙ্গে। শেষপর্যন্ত এটিসি-র নির্দেশে মাঝপথ থেকে ফিরে এসে ভোপাল বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে ওই যাত্রীবাহী বিমানটি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন উদ্বিগ্ন যাত্রীরাও। বিমানের যাত্রী এবং কর্মীরা সুরক্ষিত বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ভোপাল বিমানবন্দর অধিকর্তা।ঘটনার জেরে স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞরা বিমানটি পরীক্ষা করে দেখছেন বলে জানা গিয়েছে।

এ ব্যাপারে এদিন ভোপাল বিমানবন্দরের ডিরেক্টর বলেন, ‘রবিবার ইন্ডিগোর একটি বিমান সুরাট থেকে কলকাতার অভিমুখে যাচ্ছিল। তখনই যান্ত্রিক কিছু সমস্যার জেরে বিমানটি ভোপালের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এবং ভোপাল বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়ে ওই বিমানের।’

একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, অবতরণে কোনও সমস্যা হয়নি। ১৭২ জন যাত্রীর সকলেই সুরক্ষিত রয়েছেন। কোনওভাবে কারও কোনও আঘাত লাগেনি।

পরিস্থিতি অনুকূল হলে স্কুল খোলা হবে, ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭জানুয়ারি(হি. স.): পরিস্থিতি অনুকূল হলে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে যতদিন না স্কুল খোলে ততদিন অনলাইনেই পঠন-পাঠন চলবে বলে জানান তিনি।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ’আমরা স্কুল খোলা নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি। সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। যে স্কুলগুলি খোলা হয়েছিল, সেগুলি ফের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে পঠনপাঠন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। অনলাইন ক্লাস, ফোন, টিভি মারফৎ পঠনপাঠন চলছে’।

প্রসঙ্গত, করোনা আবহে প্রথম থেকেই বন্ধ রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো। এদিকে ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের দিন সূচি। করোনাকালে ‘সঙ্কুচিত’ হয়েছে সিলেবাসও। তবে পরীক্ষার আগে কবে স্কুল খুলবে, আদৌ খুলবে কিনা, খুললেও প্রজেক্ট ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সুযোগ মিলবে

ছয়ের পাতায়

কো-উইন অ্যাপে সমস্যা, মহারাষ্ট্রে সোমবার পর্যন্ত বন্ধ টিকাকরণ

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): কো-উইন অ্যাপে সমস্যার কারণে আগামী সোমবার পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে বন্ধ থাকছে করোনাভাইরাস টিকাকরণ প্রক্রিয়া। সার্ভারের গতি কমে যাওয়ায় অনেক কেন্দ্রে তথ্য আপলোড করতে সমস্যা হওয়ায় সোমবার (১৮ জানুয়ারি) পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে টিকাকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আবার মঙ্গলবার থেকে টিকা প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা।

শনিবার টিকাকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম দিনে মহারাষ্ট্রে ২৮,৫০০ জন করোনা যোদ্ধাকে টিকা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সারাদিনে মাত্র ৬৪.৩৪ শতাংশ বা ১৮,৩৩৮ জন টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের দাবি, কো-উইন অ্যাপে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে হয়েছিল। সঙ্গে টিকা নেওয়ার বিষয়ে অনেকের শঙ্কাও ছিল। তার জেরে মহারাষ্ট্রে তুলনামূলকভাবে টিকা প্রাপকের সংখ্যা কম হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের নাসিক ডিভিশনের সহ-অধিকর্তা পিডি গন্দাল বলেন, ”সার্ভারের গতি কমে গিয়েছিল। তার জেরে আমাদের ডিভিশনের অনেক কেন্দ্রে তথ্য আপলোড করতে সমস্যা হচ্ছিল।” তার জেরে সেখানে হাতেকলমেই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল। আরও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত প্রান্ত থেকেও কো-উইন অ্যাপের বিভ্রাটের খবর মিলেছে। সেই পরিস্থিতিতে সোমবার (১৮ জানুয়ারি) পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে টিকাকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আবার মঙ্গলবার থেকে টিকা প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা।

তবে শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে কো-উইন অ্যাপ ব্যবহারের সময় সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। বঙ্গে মুর্শিদাবাদের কান্দি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো কয়েকটি জায়গায় কেন্দ্রের কো-উইন অ্যাপে বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ পক্ষ থেকে উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বেআইনী

● প্রথম পাতার পর

কোনভাবেই রাস্তার দু”পাশের জায়গা জবরদখল করে কোন ধরনের নির্মাণ কাজ করা যাবে না।এ ধরনের চেষ্টা করা হলে ক্লাব বলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলেও রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

নিহত

● প্রথম পাতার পর

বিঘিত হলে উন্নয়ন বিঘিত হয়। এ ধরণের ঘটনা যাতে আর না হয় সেজন্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেবে। এই ঘটনার সাথে যুক্ত চারজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, লিটন নাথ গত ২৭ নভেম্বর দামছড়ার বিরকুমার রিয়াং পাড়া থেকে অপহৃত হন। গত ১৫ জানুয়ারি অপহৃত লিটন নাথের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

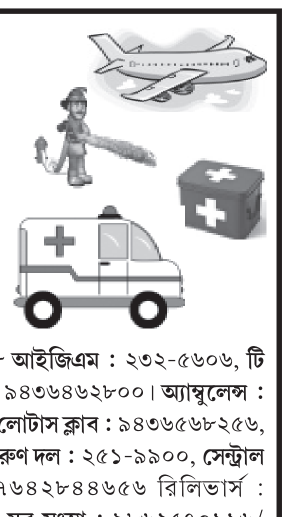

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফের এনআরএস হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি স): ফের কাঠগড়ায় এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। করোনা আবেহর মাঝেই খাস কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। কোভিড ইউনিটে অপেক্ষার পর চিকিৎসা না পেয়ে যায় মৃত্যু রোগীর। আর এই রোগে মৃত্যুতে রবিবার অভিযোগের আঙুল উঠল এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকেই।

করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, গত ৪ মাস ধরে এনআরএসেই চিকিৎসাধীন কল্যাণীর বাসিন্দা নীরঞ্জন চৌধুরী। গত কয়েকদিন ধরেই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তবে বর্তমানের পরিস্থিতি করোনা পরীক্ষা না করে কিছু করা হচ্ছে না। তাই শনিবার নীরঞ্জন চৌধুরীর করোনা পরীক্ষা করা হয়। রবিবার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসলে তাঁকে কোভিড ইউনিটে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ যখন নীরঞ্জন চৌধুরীকে করোনা ইউনিটে নিয়ে যাওয়ার হয় সেখানে ওই রোগীকে ৩০ মিনিট ধরে অপেক্ষা করতে হয়। আর তাতেই স্টেচারে মৃত্যু হয় ক্যান্সার আক্রান্ত করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তির।যার জন্য বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে মৃত ওই ব্যক্তির পরিবার। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে আশ্বাস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

আক্রান্ত ১৫,১৪৪

আটের পাতার পর

সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ২৭৪। করোনা র জেরে সব থেকে খারাপ অবস্থা কেরলে। সেখানে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮ হাজার ৬৩৩। এর পরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩ হাজার ১৬৩। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৭৭ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে গোটা দেশে এখনো পর্যন্ত ১৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৬৮ পরীক্ষা করা হয়েছে।

ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

কিনা, তা নিয়ে শিক্ষামহল থেকে একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে। ধন্দে পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবকরাও। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই খুলবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

দিলীপ ঘোষের

পাচের পাতার পর

থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই ঘোষণা করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে এবার একাধিক কর্মসূচি নিয়ে পথে নামছে বিজেপি। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ” আর নয় অন্যায় কর্মসূচি নিয়ে এবার ঘরে ঘরে অভিযান হবে বিজেপির। ৩০ থেকে ৩১ জানুয়ারি রাজ্যে আসার সম্ভাবনা অমিত শাহর। ফেব্রুয়ারিতে পরিবর্তন রেলি করবে বিজেপি”।

এরপরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ”সাধারণ মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করলে আমরা ক্ষমতায় আসব। আমরা মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য কাজ করছি। জন সম্পর্ক বাড়াতে আমরা যাত্রা করবো। তৃণমূলের সংগঠন ভেঙে পরেছে। সবাই দল ছেড়ে পালাচ্ছে। তৃণমূল রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে টেনে আনছে। টিএমসির মধ্যেই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট”।

এরপরেই করোনা টিকা প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি আরও বলেন, ” টিকা কম এসেছে বলছেন মমতা। অথচ টিকা নিচ্ছেন তৃণমূলের নেতা বিধায়করা। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ভ্যাকসিন পাঠানো হয়েছে”।

অপূর্ব মুখার্জি

পাচের পাতার পর

রাত্রিবাসের পর দিন শহরের কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলোচনার মাঝেই মোবাইলে কথা বলেন জেলার তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অপূর্ব মুখার্জির সঙ্গে। এবং কাঁকসা এলাকা দেখার পরামর্শ দেন নেত্রী। আর তখন থেকেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়, তাহলে কি অপু”তেই আস্থা দিদির? রবিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের চেয়ারম্যান শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে পুনরায় রাখা হয়েছে। এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার দলের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অপূর্ব মুখার্জিকে। জেলায় কো-অর্ডিনেটার করা হয়েছে চারটি ক্ষেত্র ভাগ করে চারজনকে। পাণ্ডবেশ্বর এবং দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিম কো-অডিনেটর বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। রানীগঞ্জে হরেরাম সিং। আসানসোল নর্থ এবং সাউথ ভি শিবদাসন দাসু। বারাবনি এবং কুলটি উজ্জল চাটার্জী। জেলা মুখপাত্র তাপস ব্যানার্জি এবং অশোক রুদ্র। পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের এই রদবদল বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের কর্মীদের মনোবল বাড়াবে এবং উজ্জীবিত করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই রদবদল পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার পুরনো রণকৌশল দলের উচ্চ নেতৃত্বর। এদিন অপূর্ব মুখার্জীর নাম ঘোষনা হতেই উৎসাহী তৃণমূলকর্মী সমর্থকরা দুর্গাপুর শহরে মোটরবাইক মিছিল করে।

তবে এদিন দায়িত্ব পাওয়ার পর অপূর্ববাবু বলেন,’ দলকে সমৃদ্ধ করার জন্য আগেও যে ভুমিকা ছিল, এখনও থাকবে।’ দলের ভাঙন প্রসঙ্গে তিনি বলেন,’ স্রোতে গা ভাসিয়ে সহজে কাজ করা যায়। বীপরিতে কাজ করা কঠিন। অতীতে বামেদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি।’ তিনি আরও বলেন,’ মানুষই ক্ষমা করে দিতে পারে। ৫৯ টি কর্মসূচী যে সরকারের। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সরকারের ভুমিকা রয়েছে। তারপরও আমাকে বার্তা দিতে হবে বলে মনে করি না।’

সঞ্জয় রাউত

তিনের পাতার পর

সঞ্জয় রাউত। রবিবার শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের টুইট ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজ্য তথা দেশ জুড়ে।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ঠিক সেইসময় জল্পনা আরও কিছুটা বাড়িয়ে টুইট করলেন সঞ্জয় রাউত। জয় বাংলা হুংকার দিয়ে শিব সেনা এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করার ঘোষণা করলেন সঞ্জয় রাউত।

রবিবার শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত টুইট করে জানান, ”আপনাদের জন্য বহু প্রতীক্ষিত আপডেট। পার্টি সচিব উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে আলোচনার পর শিব সেনা এবার বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা শীঘ্রই কলকাতায় আসছি।

৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

তিনের পাতার পর

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সুচিত্রা সেনের স্মৃতিময় বিদ্যাপীঠ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হরিশ চন্দ্র চৌধুরী, পরিষদের সভ-সভাপতি ডা. রামদুলাল ভৌমিক, কৃষিবিদ জাফর সাদেক, প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, সরওয়ার মোর্শেদ উল্লাস, হাসিনা আক্তার রোজী প্রমুখ।

বাংলা চলচ্চিত্রের অসংখ্য জনপ্রিয় ছবি উপহার দেয়া কালজয়ী এই মহানায়িকা ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল পাবনায় তার নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা পৌর এলাকার গোপালপুরের হেমসাগর লেনের বাড়িতে তার শৈশব ও কৈশোর কাটে। পরে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই সুচিত্রা সেন তার পুরো পুরবারের সঙ্গে ভারতে চলে যান। লাখো ভক্তকে চোখের জলে ভাসিয়ে ২০১৪ সালের ১৭ জানুয়ারি কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মহানায়িকা।

এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ হবে : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি স): মাঝেমধ্যেই চাকরির দাবি তুলে পথে নামছে চাকরি প্রার্থীরা। টেট এসএসসি-তে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নিয়োগ অধরা যার যিনি একাধিক দাবি তুলেছেন বিক্ষোভ করছে চাকরি প্রার্থীরা। আর এরই মাঝে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ”এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ হবে” সাফ জানিয়ে দেন তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, ”এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ হবে। শিক্ষাদফতর এবং বোর্ড হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে। তাই অযথা বিক্ষোভ দেখিয়েও কিছু করা যাবে না। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের স্কুলগুলিতে সাঁওতালি ভাষার ৪৭৫ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে। ১৬,৫০০ শূন্যপদে নিয়োগের জন্য ওই দিন রাজ্যের ২২টি কেন্দ্রে নেওয়া হবে অফলাইন পরীক্ষা। পরীক্ষা চলবে দুপুর ১ টা থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। এদিনের পরীক্ষায় বসতে চলেছেন আড়াই লক্ষ আবেদনকারী। করোনা পরিস্থিতিতে অফলাইন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য থাকছে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা। তাই অনেক আগে থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে”।

করোনা আবহের শুরু থেকেই বন্ধ রয়েছে রাজ্যের একাধিক স্কুল। কবে খোলা হবে স্কুল এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ” সব স্কুল স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। আগে যেসব স্কুল খোলা হয়েছিল, সেগুলো বন্ধ রয়েছে। অনলাইনে পঠনপাঠন চালানো হচ্ছে এখনও। পরিস্থিতি অনুকূল হলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ”।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

এর সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোন নেতা বা কার্যাকর্তার কোন সম্পর্ক নেই। যদিও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পার্টির প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা সহ পার্টির অন্যানা নেতৃবৃন্দ।

এইদিকে রবিবারের এই ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টায় নেমে কংগ্রেস বনধ এর ডাক দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা এই বন্ধ এর তীর বিরোধীতা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। পার্টি রাজ্যবাসীর কাছে আহন জানাচ্ছে যাতে সোমবারের ডাকা এই বন্ধ ব্যর্থ করার জন্য তারা সর্বতোভাবে প্রয়াসী হন। সে সঙ্গে রাজা সরকারের কাছেও দাবী জানাচ্ছে জনজীবন স্বাভাবিক ছন্দে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ যেন গ্রহন করা হয়। সে সঙ্গে স্বাভাবিক কর্মকান্ডে কেউ যাতে কোনভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পরে সেজন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহনের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

লুট

● প্রথম পাতার পর

টিউটরের কাছে যাচ্ছে সেদিকে হয়তো নজর রেখে চলেছিল চোরেরা। সুযোগ পেতেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঘরের দরজা ভেঙ্গে সোনাসহ টাকা-পয়সা হাতিয়ে দিয়ে গেছে। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

চুরি

● প্রথম পাতার পর

মামলা রয়েছে। পুলিশ বহুদিন ধরেই তাকে খোঁজ ছিল। শেষ পর্যন্ত মেলাঘর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় সে তার নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই কুখ্যাত বাইক চোর রাজ্য থেকে বাইক চুরি করে বাংলাদেশে পাচার করে চলছিল।

তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাইক চোর চক্রের আরো কয়েকজনকে আটক করার চেষ্টা চালাবে পুলিশ।উল্লেখ্য গত কিছুদিন ধরে রাজ্যের ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।বাইক চুরির ঘটনায় জড়িত এক কুখ্যাত চোরকে আটক করার পর পুলিশ তার থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও বেশ কয়েকজনকে শীঘ্রই জালে তুলতে সক্ষম হবে বলেও মেলাঘর থানার ওসি আশা ব্যক্ত করেছেন।

ডাকল কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

হামলা একে একে সবাই উনার গায়ের উপর হামলে পড়েন এবং উনার পাশে থাকা গাড়িটিকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য জোর করেন কিছু করার মত পরিস্থিতি নেই। যখন উনার গাড়ির উপর হামলা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় উনার চালক গাড়িটিকে পেছনদিকে ঘুরিয়ে সোজা বিশালগড় থানার মধ্যে নিয়ে আসে এবং উনার কনবয়টি আসার পূর্বে অনেক ইটপাটকেল খেয়ে বিশালগড় থানায় আসতে হয়।

বিশালগড় থানায় আসার পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখান থেকে উনাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ততক্ষণ পর্যন্ত উনার উপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি যখন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হতে শুরু করে ঠিক সে সময় খবর যায় ত্রিপুরা রাজ্যের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এর কাছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোজা চলে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এবং মহাকুমা হাসপাতালে এসে ওনার শারীরিক অবস্থার খবর নেন এবং ডাক্তারকে ওনার দ্রুত চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করেন। অন্যদিকে উনার উপর ঘটে যাওয়া এই আক্রমণের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানান এবং যারা এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত আছেন তাদেরকে অতিসত্বর যেন গ্রেফতার করা হয় সেই কড়া বার্তা উনি বিশালগড় মহাকুমা পুলিশকে আদেশ দেন।

অন্যদিকে বিশালগড় কংগ্রেস ভবন দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ ছিল এবং দুষ্কৃতিকারীরা সরকার গঠন করার পূর্বেই সিপাহিজালা জেলার বিশালগড় মহাকুমার যে কংগ্রেস ভবনটি ছিল তা পুড়ে ছারখার করে দেয়। সেই কংগ্রেস ভবনটিকে পুনর্জীবিত করার জন্য রবিবার যখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আসেন এবং আসার পূর্বে যখন উনি আক্রান্ত হয়েছেন ঠিক সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আগরতলা কংগ্রেস ভবন ১৮ তারিখের জন্য ১২ ঘন্টার ত্রিপুরার বনধঘোষণা করেন।তাছাড়া পীযূষ কান্তি বিশ্বাস জানান পুলিশ বর্তমানে শাসকদলের কাঠপুতুল এ পরিণত হয়েছেন তাদের সামনেই রবিবার উনার উপরে আক্রমণ ঘটিয়েছেন বিশালগড় থানার বড়বাবুর থেকে শুরু করে ছোট বাবু পর্যন্ত সবার সামনেই দুষ্কৃতকারীরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

কোন রকমভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করছে এমনই অভিযোগ করছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। যদি উনারা শাসকদলের হয় কোন রকম পদক্ষেপ নেন তাহলে তাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও যে বদলি করা হবে সেটা ওনারা জানতেই পারবেন না। তাই উনারা বর্তমানে বিশালগড় থানার মধ্যে থেকে শাসকদলের কথার মাধ্যমে ওঠাবসা করছেন বলেই রবিবার উনারা এরকম জায়গায় দাঁড়িয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা ছিল খুবই জঘন্য এবং ন্যক্কারজনক।যদি পুলিশ সঠিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস এর উপর এরকম ঘটনা সংঘটিত হতে পারত না বলেও আশা ব্যক্ত করেন ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ।শাসক দলের কেন এত ভয় কেন উনারা বর্তমানে এ কংগ্রেস ভবনটিকে খুলতে দিচ্ছেন না তাদের উপর থেকে মানুষের আস্থা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে বলেও মনে করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস এই আক্রমণ করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের যুব মোর্চার সভাপতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী আছেন বলো আশা ব্যক্ত করেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস জানান বিশালগড় যুব মোর্চা সভাপতি থেকে শুরু করে মন্ডল সভাপতি তাদের দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা রয়েছেন এবং দুজনের এই বাক-বিতণ্ডার ফলে একশ্রেণীর কার্য কর্তারা রবিবার উনার উপর আক্রমণ সংগঠিত করেছেন।

যান্ত্রিক সমস্যা, ভোপালে জরুরি অবতরণ কলকাতাগামী ইন্ডিগোর বিমানের

ভোপাল, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): মাঝ আকাশে আচমকা যান্ত্রিক ত্রুটি সুরাট থেকে কলকাতাগামী ইন্ডিগোর একটি যাত্রীবাহী বিমানে। রবিবার দুপুরে ১৭২ জন যাত্রী নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই ভোপালে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হল৬ই৩৫৭ নম্বরের ওই বিমানটি। বিমানের যাত্রী এবং কর্মীরা সুরক্ষিত বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ভোপাল বিমানবন্দর অধিকর্তা।

ভোপাল বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্ডিগোর ওই বিমানটি সুরাত থেকে ১৭২ জন যাত্রীকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু ওড়ার কিছু ক্ষণের মধ্যে আচমকাই যান্ত্রিক গন্ডগোল দেখা দেয়। যোগাযোগ করা হয় এয়ার ট্র্যাফিক কন্টোল (এটিসি)-র সঙ্গে। শেষপর্যন্ত এটিসি-র নির্দেশে মাঝপথ থেকে ফিরে এসে ভোপাল বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে ওই যাত্রীবাহি বিমানটি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন উদ্বিগ্ন যাত্রীরাও। বিমানের যাত্রী এবং কর্মীরা সুরক্ষিত বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ভোপাল বিমানবন্দর অধিকর্তা।

ঘটনার জেরে স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কী কারণে মাঝ আকাশে বিমানটিতে গন্ডগোল দেখা দিয়েছিল যার জেরে জরুরি অবতরণ করতে হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞরা বিমানটি পরীক্ষা করে দেখছেন বলে জানা গিয়েছে।

শিক্ষকরা

● প্রথম পাতার পর

করেন তারা।

গোটা দেশে এ ধরনের বঞ্চনার নজির অন্য কোন রাজ্যে নেই বলে তারা উল্লেখ করেন। বামফ্রন্ট সরকারের এই বঞ্চনা থেকে রেহাই পেতে বর্তমানে কর্মরত টিচাররা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু তাদেরকে এখনো পর্যন্ত নিয়মিত করা হয়নি। তারা অভিযোগ করে আরো বলেন বর্তমান সরকার রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা ক্ষমতায় আসলে টেট উত্তীর্ণ টীচারদের নিয়মিত করবে। ক্ষমতায় আসার পর প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

এখনো পর্যন্ত টেট উত্তীর্ণ টিচারদের নিয়মিত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বর্তমান সরকার।টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অর্থমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়েছে।মৌখিক আশ্বাসও আর প্রতিশ্রুতি ছাড়া এখনো পর্যন্ত তাদেরকে নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদানের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। ফলে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকরা চরম হতাশায় ভুগছে।অবিলম্বে তাদেরকে নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাবতীয় আসবাবপত্র এবং কাগজপত্র ও ছিঁড়ে চুরমার করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। শনিবার রাতে এই হামলার ঘটনা সংঘটিত হয় বলে জানা যায়।রবিবার সকালে এলাকার মানুষজন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সিপিআইএম নেতৃবৃন্দকে খবর দেন।খবর পেয়ে দলের নেতারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।সিপিআইএমের পার্টি অফিসে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে দল।

এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সিপিআইএমের পার্টি অফিসে হামলা ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ এবং সিপিএমের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলার ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে।পরপর এসব রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সিপিআইএমের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে।এভাবে হামলা ভাঙচুর চালিয়ে সিপিএমের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্তব্ধ করা যাবে না বলে দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।এ ধরনের রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকলে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।শনিবার গভীর রাতে সিপিআইএম পার্টি অফিসে হামলার ঘটনার পর থেকে এলাকায় তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চলেছে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা।

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

থেকে পঞ্চরতন নিজ বাড়িতে যাচ্ছিল। সরমা বাজার এসডিএম অফিস সংলগ্ন আসতেই হঠাৎ একটি কুকুর দৌড়ে এসে বাইকের নিচে পড়ে। আর তাতে নিয়ন্রন হারিয়ে বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে দুই জনেই গুরুতর ভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনার পর প্রায় দশ মিনিট রাস্তার পাশে পড়ে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে সরমা বাজারে অবসিত শিক্ষক সংঘের অফিস গৃহ থেকে দ্রুত ছুটে আসেন শিক্ষক সংঘের নেতৃত্ব থৈসা মগ, শিক্ষক রাজ কুমার দেবনাথ, কৈশিক রায়, দীপক সাহা, বিজয় রিয়াং।

শিক্ষক সংঘের নেতৃত্বরা আহতদের সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় রইস্যাবাড়ি থেকে দলীয় কাজ কর্ম সেরে গন্ডাছড়া ফিরছিলেন প্রাক্তন ইএমতথা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ জনজাতি মোর্চার এডভাইজার সদস্য পতিরাম ত্রিপুরা। এই সময় ওনার সঙ্গে ছিলেন বিজেপি যুব মোর্চা গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি সজল মল্লিক। পরে প্রাক্তন ইএম এর গাড়ি করে দ্রুত আহত অবসা তাদের গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে তাদের গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এদিন শিক্ষক সংঘ এবং প্রাক্তন ইএম পতিরাম ত্রিপুরা যেভাবে আহতদের উদ্ধারে এগিয়ে আসল সত্যি গোটা এলাকার মানুষ তাদের এই কাজের জন্য প্রসংসা করেন।

অন্যদিকে, যান সন্ত্রাসের হিড়িক লেগেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়।প্রায় প্রত্যেক দিনই তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কোথাও না কোথাও যান সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে। রবিবার ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কাছে ২:৩৬ মিঃ নাগাদ কন্টোরল রুম থেকে খবর আসে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৪১ মাইল এলাকায় দ্রুত গতিতে থাকা একটি বাইক দুর্ঘটনার কবলে পরে। সেই খবর মোতাবেক যথারীতি তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত ২৬ বছর বয়সি আমস রিয়ংকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া দিক থেকে আসা একটি বাস বহিঃ রাজ্যে যাওয়ার পথে উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে। তাতে বাইক চালক তথা আমস রিয়ং- এর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য।

এদিকে, যান দুর্ঘটনায়লাগাম টানতে ব্যার্থ ট্রাফিক দপ্তর। রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও যান সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে।আর বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়া মহাকুমায় যান সন্ত্রাসের হিড়িক লেগেছে। দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৩। রবিবার বিকেলের পর সন্ধ্যায় আরও একটা দুর্ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে মিষ্টি নিয়ে বিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফেরার পথে উল্টো দিক থেকে বাগানবাজার স্থিত পিসির বাড়ি থেকে বাড়িতে আসার পথে দুটি বাইকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই বাইকের মোট তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে এলাকাবাসী। ঘটনা দক্ষিণ ঘিলাতলী এলাকায়। দুর্ঘটনায় আহত তিনজন হলেন বিশাল দাস (১৬), সবুজ দাস (১৮) এবং অজয় দাস(১৮)। এই তিনজনের মধ্যে অজয় দাসের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। তাছাড়া বিশাল দাসের মাথায় হাতে আঘাত পায়। এবং সবুজ দাস অল্পবিস্তর আহত হয়। তবে দ্রুতগতিতে যান চালানোর ফলে প্রায় প্রত্যেকদিন যে দুর্ঘটনা লেগে রয়েছে সে ক্ষেত্রে নির্বিকার ট্রাফিক দপ্তর।

অঙ্গন

‘একটু’র আক্ষেপ নিয়ে ফিরল শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কা দল আজ যখন গলে মাঠ ছাড়ছিল, তাদের আক্ষেপ যে অনেকগুলো ‘একটু’ নিয়ে। ইশ্, যদি আরেকটু বেশি রান করতে পারত দল। উইকেটের পেছনে যদি আরেকটু ভালো কিপিং করতে পারতেন নিরোশান ডিকভেলা। ফিল্ডারদের দক্ষতা যদি আরেকটু ভালো হতো। আর দিনের খেলাটা যদি আরেকটু লম্বা হতো! এত সব ‘একটু’র আক্ষেপ যদি না থাকত, তবে গল টেস্টে জমজমাট এক পঞ্চম দিন অপেক্ষায় থাকত সবার জন্য। কিন্তু সেটা আর হলো কই। পর্যাপ্ত আলো নেই, এই যুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই চতুর্থ দিনের খেলা থামিয়ে দিলেন আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা। মাত্র ৭৪ রানের লক্ষ্যে নামা ইংল্যান্ডও ৩৮ রান তুলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সিরিজে এগিয়ে যেতে আগামীকাল আর ৩৬ রান করতে হবে ইংল্যান্ডকে। সেটা করার জন্য হাতে ৭ উইকেট আছে সফরকারীদের।

৩৬ রানকে মাত্র বলার উপায় নেই। এই তো গত বছরের শেষ দিকেই ৩৬ রান তুলতেই গুটিয়ে গিয়েছিল ভারত দল। কাল যে গলের স্পিন উইকেটে বিষ নিয়ে নামবেন না লঙ্কান স্পিনাররা, তা কে বলতে পারে? তবু কালকের হিসাব কালকের জন্য। আজ যে ৭ উইকেট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে ইংল্যান্ড, সে জন্য আলোকস্বল্পতাকে চাইলেই ধন্যবাদ দিতে পারে ইংল্যান্ড।

শ্রীলঙ্কা কাল এই ৩৬ রানকেই অনতিক্রম্য এক পাহাড় বানাতে পারবে কি না বলা যাচ্ছে না, তবে আজ ৭৪ রানের লক্ষ্যটাকে হঠাৎ সুদূরের কোনো লক্ষ্য বলেই বোধ করাচ্ছিলেন লাসিথ এমদুলদেনিয়া ও দিলরুয়ান পেরারা। আর চাপে পড়লে ইংলিশ দলও কতটা আনাড়ি হয়ে উঠতে পারে, সেটাও দেখা গেছে। ইনিংসের প্রথম ওভারের শেষ বলে এমবুলদেনিয়ার স্টাম্পে পড়া বল ছেড়ে দিলেন ডম সিবলি। আগের বলগুলো সব বিশাল বাঁক নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল দেখে ছেড়ে দিয়েছিলেন এই ওপেনার। কিন্তু একজন বাঁহাতি স্পিনারের আর্ম বলের কথা ভুলে গেলে কী পরিণতি হয়, সেটি হাতে—কলমে দেখে নিলেন আজ। হলেন বোল্ড!

পরের বলে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই দ্বিতীয় উইকেট হারাতে পারত ইংল্যান্ড। দিলরুয়ান পেরেরার প্রথম বলটাই জ্যাক ক্রলির ব্যাটে ছোবল দিয়ে উইকেটের পেছনে ডিকভেলার গ্লাভসে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ডিকভেলা সেটা ধরে রাখতে পারলেন না। জীবন পেয়ে গেলেন ইংলিশ ওপেনার। কিন্তু সে উপহার কাজে লাগাতে জানতে হবে তো! পঞ্চম ওভারেই এমবুলদেনিয়াকে অযথা তাড়া করতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দিলেন। গলের উইকেটে চতুর্থ দিনে এমন কিছু করার শাস্তি বুঝে নিয়ে ক্রলি ফিরলেন ৮ রানে।

১২ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারানো ইংল্যান্ড পরের উইকেট হারাল আর ২ রান পর। এবার স্পিনবিষে নয়, তবে আতঙ্কে। ষষ্ঠ ওভারের শেষ বলে দ্রুত রান নিতে গিয়ে ভুল—বোঝাবুঝি জনি বেয়ারস্টো ও জো রুটের। শুরুতে রান নেবেন কি নেবেন না, এ নিয়ে দোনোমনা করার দায়ে রানআউট হলেন জো রুট। আগের ইনিংসেই ডাবল সেঞ্চুরিয়ান রুটের এবার মাত্র ১ রান নিয়ে ফেরাটা সবাইকে মনে করিয়ে দিল। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড আসলে অতটা ভালো ব্যাটিং করেনি। রুট একাই দলকে টেনে ছিলেন। ধারাভাষ্যকারের মুখে, ‘গেম অন’। সোজা বাংলায়, এবার তাহলে জমল খেলা।

খেলাটাকে জমিয়ে ক্ষীর বানানোর আরেকটা চেষ্টা করলেন বেয়ারস্টো। আগের ওভারের শেষ বলেই দ্রুত রান তুলতে গিয়ে আউট হয়েছেন অধিনায়ক রুট, এমন অবস্থায় পরের ওভারের প্রথম বলেই বেয়ারস্টো আবার পড়িমরি করে ছুটলেন রান নিতে। আবার একটা থ্রো হলো, কিন্তু বেয়ারস্টোর সৌভাগ্য, এবার আর থ্রোটা সঠিক জায়গায় গিয়ে আঘাত হানল না। নিরাপদ সীমানার বাইরে থাকা বেয়ারস্টোও তাই সে যাত্রা বেঁচে গেলেন।

৭৪ রানকে তখন মাউন্ট এভারেস্টসম এক লক্ষ্য মনে হচ্ছিল। এক দিকে অভিষিক্ত ড্যান লরেন্স, অন্যদিকে স্নায়ুচাপের ছাপ দেখাতে শুরু করা বেয়ারস্টো। স্বপ্ন তাই বাড়ছিল লঙ্কানদের। এর মধ্যেই আবার কখনো বিলাসী ড্রাইভ কখনোবা রিভার্স সুইপ খেলার চেষ্টা করছিলেন দুই ইংলিশ। কিন্তু ভাগ্যকে পক্ষে পেয়েছেন তাঁরা। কখনো ব্যাটে লাগলেও সেটা ফিল্ডারের হাতে যায়নি। আর কখনো বল সবাইকে বিভ্রান্ত করে সীমানায় চলে গেছে, আর ইংল্যান্ড স্বস্তি পেয়েছেযাক চারটা রান তো কমল!

১৫ ওভার শেষ হতে অন্য কারও হাতে বল তুলে দিচ্ছিলেন লঙ্কান অধিনায়ক দিনেশ চান্ডিমাল। কিন্তু হাসারাঙা ডি সিলভা বলটা হাতে নিয়ে দু-একবার এদিক-ওদিক করার আগেই আম্পায়ারের হস্তক্ষেপ। স্টাম্পের ওপর থেকে বেল ফেলে দিয়ে জানিয়ে দিলেন নাটকীয় দিনটা এখানেই থামাতে হচ্ছে। বেয়ারস্টোর রান তখন ১১, লরেন্সের ৭।

এর আগে ২ উইকেটে ১৫৬ রানে দিন শুরু করা শ্রীলঙ্কা আজ গলের উইকেটের জন্য যথেষ্ট এক লিডের পথেই ছুটছিল। লাহিরু থিরিমান্নের সেঞ্চুরি (১১১) ও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের (৭১) ফিফটির সুবাদে একপর্যায়ে ৫ উইকেটে ২৯১ রান করে ফেলেছিল লঙ্কানরা। কিন্তু অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে যোগ্য সংগত কেউ দিতে পারেননি। দলকে ৩৫৯ রানে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর ধৈর্য হারিয়ে আউট হয়ে গেছেন ম্যাথুস।

তখন অবশ্য মনে হয়নি সে আউট নিয়ে আক্ষেপ থাকতে পারে। মাত্র ৭৩ রানের লিড আর কতই-বা বড় করতে পারতেন ম্যাথুস। কিন্তু দিন শেষে লিডটা আরেকটু বাড়াতে না পারার আক্ষেপ ঠিকই ফিরে এসেছে।

বার্সেলোনায় থাকার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন মেসি

শুধু আদালতেই যেতে চাননি লিওনেল মেসি। আর সবকিছুই করতে রাজি ছিলেন।

বার্সেলোনার তৎকালীন সভাপতি জোসেপ মারিয়া বার্তোমেউ ও তাঁর বোর্ডের ওপর চরম বিরক্ত হয়ে গত আগস্টে বার্সেলোনা ছাড়ার চেষ্টা করেছিলেন ৩৩ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। তাঁর ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছের কথা ক্লাব সভাপতিকে আগেই জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে লাভ না হওয়ায় বুরোফ্যাক্স পাঠিয়েছিলেন। মাঝে এক সপ্তাহ তো ফুটবল বিশ্ব কেঁপেছে কাতালান শহরের স্পন্দনে। বার্সেলোনা থেকে একবার মেসির ছাড়ার খবর আসছে, আবার পরক্ষণেই মেসির থেকে যাওয়ার খবর বের হয়।

১০ দিন এমনভাবে চলার পর মেসি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি থাকছেন। কারণ, ক্লাব সভাপতি যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে মামলা না করে তাঁর ক্লাব ছাড়ার উপায় নেই। কিন্তু তাঁকে আজকের ‘মেসি’ বানানো ক্লাবের বিপক্ষে মামলা করতে ইচ্ছা হয়নি মেসির। মেসির চুক্তির যে অবস্থা, তাতে আসছে জুনেই ক্লাব ছাড়তে পারবেন। এ নিয়ে বার্সেলোনা সমর্থকদের শঙ্কা দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। ক্লাবের সভাপতি হওয়ার আশায় থাকা হোয়ান লাপোর্তা মেসিকে ধরে রাখার চেষ্টায় নিত্যনতুন আশার বাণী শোনাচ্ছেন। এবার নতুন এক আশার কথা জানিয়েছেনমেসির ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছা আর নেই। বরং মেসি নাকি এখন নিজ থেকেই চেষ্টা করবেন বার্সেলোনায় থেকে যাওয়ার! লাপোর্তা তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় মেসিকে ধরে রাখার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছিলেন বেশ। কিন্তু করোনার কারণে বার্সেলোনার সভাপতি নির্বাচন ২৪ জানুয়ারির বদলে পিছিয়ে মার্চের প্রথম সপ্তাহে চলে গেছে। এতেও লাপোর্তার আত্মবিশ্বাসে কোনো ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না। স্পোর্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মেসির ব্যাপারেই বেশি কথা বলেছেন ২০০৩ সাল থেকে সাত বছর বার্সার সভাপতিত্ব করা লাপোর্তা।

লাপোর্তার দাবি, সব ভুলে এখন আবার বার্সেলোনাকে নিয়ে সম্ভাব্য সব শিরোপা জেতার স্বপ্নে বিভোর মেসি, ‘এখন লা লিগায় আতলেতিকো মাদ্রিদকে ধরা এবং চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজির সঙ্গে ম্যাচ খেলায় পুরো মনোযোগ মেসির। আমি জানি না ও রোববার (আজ স্প্যানিশ সুপারকাপের ফাইনালে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে) খেলবে কি না। তবে বেঞ্চে ঠিকই থাকবে এবং মেসি সতীর্থদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছে, এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

বিলবাওয়ের বিপক্ষে আজ বার্সার ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায়। এর আগে গত বুধবার রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে সুপারকাপের সেমিফাইনালে চোটের কারণে খেলা হয়নি মেসির। ফাইনালেও দলের অধিনায়ককে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ দেখাননি বার্সা কোচ রোনাল্ড কোমান। এ ম্যাচ না খেললেও মৌসুমের বাকি সময়টা মেসির সেরা রূপ দেখবেন বলেই আশাবাদী লাপোর্তা।

লাপোর্তার ধারণা, সভাপতি পদে তাঁর মতো কাউকে পেলে এবং বর্তমান সতীর্থদের মধ্যে জয়ের ক্ষুধা খুঁজে পেলেই বার্সেলোনাতেই থেকে যাবেন মেসি, ‘দিন দিন ওকে আমি আগের চেয়ে আনন্দিত অবস্থায় পাচ্ছি। সে উপভোগ করছে। আমি জানি সে থাকতে চায় এবং এটাও জানি সে নিজের ক্ষমতার সবকিছু দিয়ে এই ক্লাবে যত দিন সম্ভব থাকার চেষ্টা করবে, যদি ক্লাব ওকে খুশি করার মতো প্রস্তাব দিতে পারে।’

গত কয়েক মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সার একের পর এক লজ্জাজনক হার আর মাঠে দল হিসেবে বার্সার ছন্নছাড়া হয়ে পড়ায় বার্সার ‘স্পোর্টিং প্রজেক্ট’ নিয়ে অখুশি ছিলেন মেসি। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতেও এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বার্সা সব সময় জেতার মতো স্পোর্টিং প্রজেক্ট থাকলে তিনিও ক্লাবে থাকবেন। আগস্টে তাঁর দল ছাড়তে চাওয়ার বড় কারণই ছিল সেই স্পোর্টিং প্রজেক্টের অনুপস্থিতি। কিন্তু মেসি দল ছাড়তে চাওয়ার পরও মেসির ক্ষোভ কমানোর কোনো চেষ্টা বার্তোমেউ করেননি।

আগের মৌসুমেই নেইমারকে আনার কথা ছিল। সেটা করেননি বার্তোমেউ। মেসি নিজেই এ ব্যাপারে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ক্লাব সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে কি না, তাঁর সন্দেহ আছে। আর এই আগস্টে তাঁর অন্য প্রিয় দুই বন্ধুকে ক্লাব বিদায় করে দিয়েছে। প্রথমে আর্তুরো ভিদালকে ইন্টার মিলানের কাছে ছেড়ে দিয়েছে বার্সেলোনা। আর লুইস সুয়ারেজের বিদায়ের অংশটি তো বেশ ন্যক্কারজনকই। ক্লাবের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের একজনকে মুফতে ছেড়ে দেওয়ার পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবার সুয়ারেজ যখন আতলেতিকো মাদ্রিদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন আবার সে দলবদল আটকানোর চেষ্টা চালান বার্তোমেউ।

ক্লাবের ইতিহাসের সেরাদের একজনের সঙ্গে এমন আচরণ নিয়েও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ জানিয়েছেন মেসি। এর পর বার্তোমেউর পদত্যাগের ঘটনায় মেসির ক্লাবে থাকার সম্ভাবনা বাড়ালেও নতুন করে ঝামেলা বাড়িয়েছেন কার্লেস তুসকেতস। কোনো নির্বাচিত বোর্ড দায়িত্বে না থাকায় আপৎকালীন দায়িত্ব সারছে একটি কমিটি।

অবশেষে সাকিব পেয়ে গেলেন তা...

গত ১০ বছরের সেরা ওয়ানডে দল বানানো হবে, আর তাতে সাকিব আল হাসান থাকবেন নাব্যাপারটা অচিন্তনীয়ই। ডিসেম্বরেই আইসিসি জানিয়ে দিয়েছিল তাদের নির্বাচিত দশক—সেরা ওয়ানডে দলে সাকিবের থাকার বিষয়টি। আজ সাকিব হাতে পেলেন আইসিসির সেই দলের একজন হওয়ার স্মারকটি। আইসিসির দশক—সেরা ওয়ানডে দলের ক্যাপ মাথায় দিয়ে ফেসবুকে একটা ছবি পোস্ট করেছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার। গত ডিসেম্বরে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আলাদা আলাদাভাবে তিনটি দশক—সেরা একাদশ নির্বাচন করে। টেস্ট ও টি—টোয়েন্টির দশক—সেরা দলে জায়গা না পেলেও ওয়ানডে দলে আছেন সাকিব। ছেলে ও মেয়েদের দল মিলিয়ে ৫৫ জনের মধ্যে তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি। আজ নিজের ফেসবুক পেজে আইসিসির দশক-সেরা ওয়ানডে দলের স্মারক ক্যাপটি মাথায় পরে ছবি দিয়ে সাকিব লিখেছেন, ‘অবশেষে ক্যাপটি পেলাম।’ আইসিসির দশক—সেরা তিনটি দলে সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব ভারতের। এই দলে কোনো পাকিস্তানি ক্রিকেটারের জায়গা হয়নি। ওয়ানডে দলে সর্বোচ্চ তিনজন খেলোয়াড় ভারতের।

দুজন করে আছেন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা থেকে জায়গা পেয়েছেন একজন করে। দল তিনটি করতে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে ২০১১—২০ পর্যন্ত সময়ের পারফরম্যান্সকে। সাংবাদিক ও সম্প্রচারকদের ভোটও এতে রেখেছে বড় ভূমিকা। দশকের সেরা ওয়ানডে দল (ব্যাটিং ক্রমানুসারে) রোহিত শর্মা (ভারত), ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া), বিরাট কোহলি (ভারত), এবি ডি ভিলিয়ার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা), সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ), মহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার) (ভারত), বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড), মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া), ট্রেন্ট বোল্ট (নিউজিল্যান্ড), ইমরান তাহির (দক্ষিণ আফ্রিকা) ও লাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলঙ্কা)।

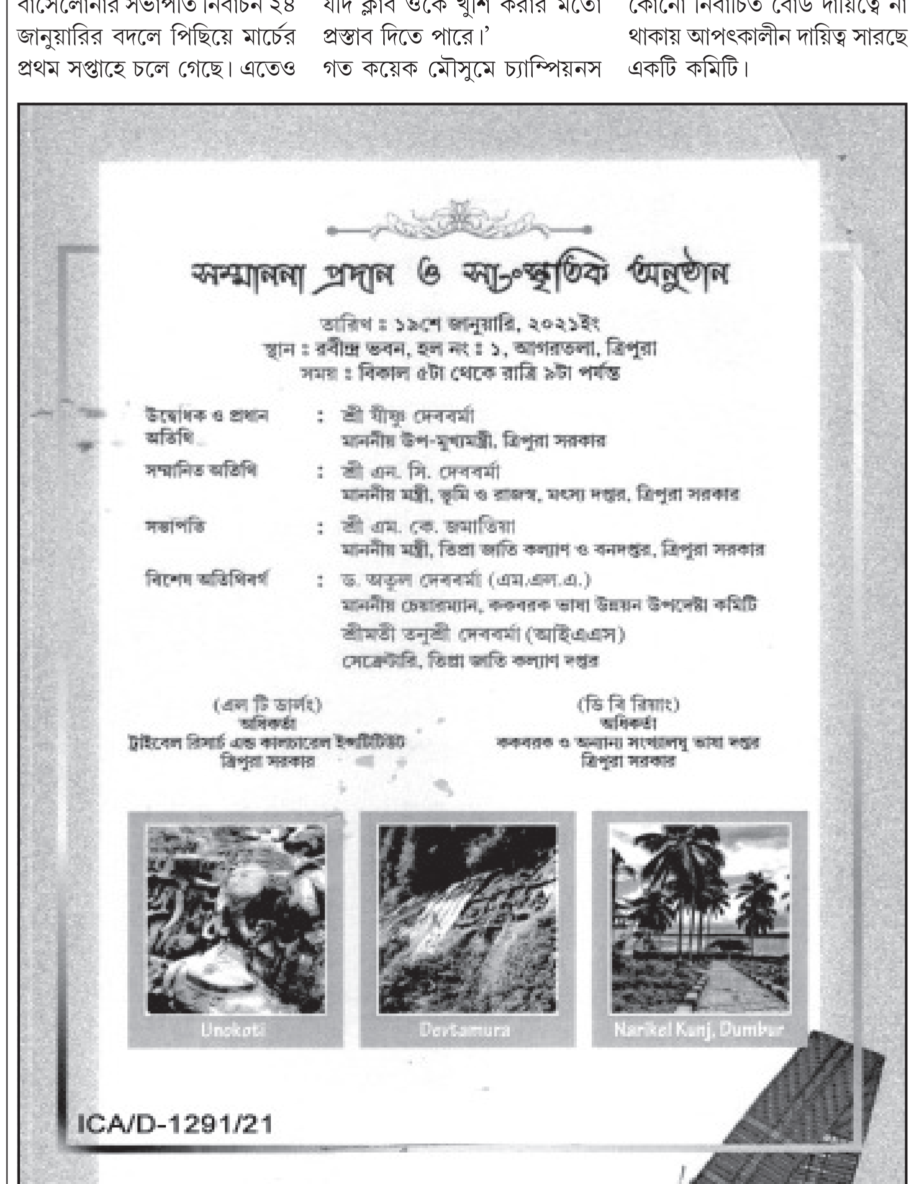

রবিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআই'র উদ্যোগে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি-নিজস্ব।

পুর নিগমের ভোটের লক্ষ্যে বিজেপি জনসম্পর্ক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। আগরতলা পৌরনিগম এবং পুর সংস্থাগুলির নির্বাচন ঘোষণা করা না হলেও বিজেপি ইতিমধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।বিশেষ করে আগরতলা পৌর পরিষদ এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবেই রবিবার ছুটির দিনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা বনমালী পুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিজেপি নেত্রী বৃন্দ বাড়ি বাড়ি প্রচারে সামিল হন।বনমালী পুরের বিভিন্ন এলাকায় দলীয় নেতাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরো পরিষদের ভোট প্রচারে জনগণের সঙ্গে জন সংযোগ স্থাপন করেন। বিজেপি সদর জেলা সভাপতি ডাক্তার অলক ভট্টাচার্যী, বনমালী মন্ডল সভাপতি দীপক কর সহ অন্যান্যরা চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে যান। পুরো নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপি নেতৃবৃন্দ ওই এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পুর নাগরিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।আসন্ন পুর নিগম নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য তারা আহ্বান জানিয়েছেন। পুর নাগরিকদের সঙ্গে জন সংযোগ স্থাপন উপলক্ষেপ্রচারে শামিল হয়ে সদর জেলা সভাপতি ডাক্তার অশোক ভট্টাচার্য বলেন এবারের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবে বলে তারা আশাবাদী।প্রচার করে তারা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন।তারা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন বর্তমান সরকার জনগণের কল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে চলেছে। বিজেপি সদর জেলা সভাপতি গত বামফ্রন্ট পরিচালিত পুরনিগমের কাজ কর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন বিগত আমলে কাউন্সিলররা সঠিকভাবে কাজ কর্ম পরিচালনা করেন নি। সেকারণেই পুরো এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে।এইসব সমস্যা নিরসনের জন্য আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য তিনি পুর নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আগরতলয় যুব মোর্চার যুব জাগরণ রেলি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ৬ নং আগরতলা যুব মোর্চা মন্ডল এর উদ্যোগে রবিবার যুব জাগরণ রেলি সংগঠিত করা হয়। রিয়েলিটি জিবি বাজার থেকে শুরু হয় আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন মন্ডল সভাপতি কুন্তল বিশ্বাস। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলা যুব মোর্চা মন্ডল এর উদ্যোগে রেলি সংগঠিত করা হয়।রেলিতে অংশ নিয়ে মন্ডল সভাপতি কুন্তল বিশ্বাস বলেন স্বামীজি যুবসমাজকে সত্যের পথে ধৈর্যের পথে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন। স্বামীজীর এই উপদেশ আজও সমসাময়িক।স্বামীজীর মতাদর্শে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই এই আয়োজন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।মন্ডল সভাপতি কোন দল বিশ্বাস আরো বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে যুবসমাজকে এই রেলিতে শামিল করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার জনগণের কল্যাণে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলির সঠিক বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে এলাকার সকল অংশের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি।তিনি আরো বলেন রাজ্যকে উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। তিনি বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন।বর্তমান সরকার মানুষের কাছে সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে বলে তিনি দাবি করেন।জনকল্যাণকামী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যুবসমাজকে এগিয়ে আসছে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৫,১৪৪

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.): দেশজুড়ে শুরু হয়েছে করোনা টিকাকরণ প্রক্রিয়া। কিন্তু বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ১৪৪। নিহত ১৮১। ওই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৭ হাজার ১৭০। ফলে সব মিলিয়ে বর্তমানে ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৮৫। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ০৮ হাজার ৮২৬। সুস্থ হয়ে উঠেছে ১ কোটি ০১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮৮৫। মৃতের

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের উৎপাদিত বাঁশের বোতল আগামীদিনে ত্রিপুরাকে একটা পরিচিতি দেবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। দি হিলি আর্টিসানের বাঁশের বোতলের বাণিজ্যিক উৎপাদনের সূচনা হল। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আজ সন্ধ্যায় তাঁর সরকারি বাসভবনে এই বাঁশের বোতলের বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, দেশ বিদেশে রাজ্যের উৎপাদিত এই বাঁশের বোতল আগামীদিনে ত্রিপুরাকে একটা বিশেষ পরিচিতি দেবে। এখানকার উৎপাদিত বাঁশের বোতল খুবই উন্নতমানের এবং এটা পরিবেশ বান্ধব।

এখানকার উৎপাদিত বাঁশের বোতলের দেশ বিদেশে একটা চাহিদা রয়েছে।

রাজ্যে বাঁশের বোতলের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করায় উপমুখ্যমন্ত্রী দি হিলি আর্টিসানের কর্ণধার দুর্বা দেববর্মাকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, দুর্বা দেববর্মা একটা সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

শ্রীমতি দেববর্মা বাঁশের বোতলের বাণিজ্যিক উৎপাদনের পাশাপাশি তা বাজারজাতকরারও উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযানকে প্রশংসা করার জন্য শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জনুয়ারি (হি. স.): শনিবার গোটা ভারত জুড়ে শুরু হয়েছে টিকাকরণ অভিযান।

ওদিন সকালে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিশ্বের এই বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে কুর্নিশ জানিয়েছেন শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে। এর জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষকে ধন্যবাদ। মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আমাদের বিজ্ঞানী এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের নিরলস পরিশ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুস্বাস্থ্য এবং রোগমুক্ত বিশ্ব গড়ার ক্ষেত্রে প্রতিষেধক তৈরি এবং প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে নিজের টুইট বার্তায় লিখেছিলেন, বিপুল পরিমাণে টিকাকরণ অভিযান গ্রহণ করে করোনার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানাই।

সামাজিক অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার ঘটনায় ধুন্ধুমার কান্ড কমলাসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ জানুয়ারি।। সামাজিক অনুষ্ঠানে শাসক দল বিজেপির বাঁধা মাইক লাগিয়ে অনুষ্ঠানকে বানচাল করার চেষ্টার ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভা ফুলতলী বাজারে। জানা যায় রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ ফুলতলী বাজারে সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ফুলতলী পান্ডবপুৰ এলাকার একাংশ যুবক। আর সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুদীপ রায় বর্মন অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই যে জায়গার মধ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে তার পাশে রয়েছে বিজেপিৰ একটি দলীয় অফিস। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার এক ঘন্টা পূর্বে একাংশ বিজেপি দলের কর্মীরা সাউন্ড দিয়ে মাইক লাগিয়ে অনুষ্ঠানকে বানচাল করে দেয়। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সুদীপ রায় বর্মন চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মুখ্য অনুষ্ঠানটি ছিল গরীব দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ। সামান্য শীত বস্ত্র বিতরণ করতে গিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে সরাসরি বিজেপি দলীয় অফিসে চলে যান। সেখানে গিয়ে যুবকদের কাছে জানতে চান কেন সেই অনুষ্ঠানটি বানচাল করার চেষ্টা করেছে। যেহেতু কোনো রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠান নয় তাই সকলে এগিয়ে এসে সাহায্য করতে পারতো। তা না করে সাউন্ড দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে বানচাল করে দেয়। যদিও তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কে বানচাল করার চেষ্টা করেছে তা উড়িয়ে দেন।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এর সিপাহীজলা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত বক্সনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এর ত্রি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে সম্মেলনে জেলার ৪৩জন কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এর সর্বভারতীয় সম্পাদক প্রনব সরকার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী কমিটির সহ সম্পাদক উদয়ন চৌধুরী প্রতিবেদনের উপর ৪জন প্রতি নিধি গঠন মুলক আলোচনা করেন। সম্মেলনে প্রনব সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দও। বিশিষ্ট সমাজ সেবক দেবব্রত ভট্টাচার্য বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সনয় সরকার বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নজরুল ইসলাম। সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন সাদেক মিয়া ও মাহাবুব আলম। সম্মেলন শেষে বিশালগর মহকুমা কমিটি ঘোষণা হয় সম্পাদক তাজুল ইসলাম সভাপতি মান্নান হক। সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক টুটন চৌধুরী সভাপতি সনয় আচায এছাড়া সংগঠনের জেলার ১১জনের কমিটির নাম ঘোষণা করেন সর্বভারতীয় সম্পাদক প্রনব সরকার সিপাহিজলা জেলা সভাপতি সাদেক মিয়া ও সহ সভাপতি মমিনুলহক সম্পাদক উদয়ন চৌধুরী সহ সম্পাদক এলিয়াজ হোসেন কোষাধ্যক্ষ শতদল আর্চায। মাহাবুব আলম ও প্রভাত ঘোষ এবং তাজুল ইসলাম কে জেলার উপদেষ্টা নিয়োগ করেন এবং সিপাহীজলা জেলা কমিটির জন্য বিকাশ ধর কে পযবেক্ষক নিয়োগ করে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি করেন।

ঘন কুয়াশার জন্য ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত দিল্লি - এন সি আর

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.): ঘন কুয়াশায় ঘুম ভাঙলো দিল্লিবাসীর। দিল্লি সহ পার্শবর্তী এনসিআর অঞ্চলে ঘন কুয়াশার জেরে কম দৃশ্যমানতা তৈরি হয়। ফলে বিপর্যস্ত ট্রেন পরিষেবা। প্রায় ২৬টি ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে দেরিতে চলছে। উত্তর রেলওয়ে তরফ থেকে জানানো হয়েছে ০৪২১৭ প্রয়াগ সঙ্গম- চণ্ডীগড় কোভিড স্পেশাল এবং ০২৩৯৭ গয়া-দিল্লি স্পেশাল ট্রেন প্রায় ৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট দেরিতে চলছে। যা কিনা সর্বাধিক। দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। যদিও রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে কম দৃশ্যমানতার কারণে যাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজগীর- নয়াদিল্লি শ্রমজীবী এক্সপ্রেস, হাওড়া থেকে দিল্লিতে আসা বিশেষ ট্রেন, আজমগড় থেকে দিল্লি কৈফিয়ৎ কোভিড স্পেশাল ট্রেন, পাটনা- দিল্লি সম্পূর্ণ ক্রান্তি কোভিড স্পেশাল ট্রেন প্রায় তিন ঘণ্টা দেরিতে চলছে। আবহাওয়া দপ্তর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশা পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশে থাকবে।

৮টি ট্রেনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.): সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে তৈরি হওয়া স্ট্যাচু অফ ইউনিটিকে পর্যটকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুজরাটের কেভাডিয়া পর্যন্ত আটটি ট্রেনের শুভ সূচনা রবিবার সকালে করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি পৌঁছতে সাধারণ মানুষের যাতে কোনো রকমের অসুবিধা না হয়। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি, রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। যে ট্রেনগুলো উদ্বোধন হয়েছে সেগুলি হল ০৯১০৩/৪ কেভাডিয়া-বারাণসী মহামানা এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), ০২৯২৭/২৮ দাদর-কেভাডিয়া এক্সপ্রেস (দৈনিক), ০৯২৪৭/৪৮ আহমেদাবাদ-কেভাডিয়া এক্সপ্রেস জন শতাব্দি এক্সপ্রেস (দৈনিক), ০৯১৪৫/ ৪৬ নিজামুদ্দিন-কেভাডিয়া সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস (পাক্ষিক), ০৯১০৫ /০৬ কেভাডিয়া- রেওয়া এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), ০৯১১৯/২০ চেন্নাই-কেভাডিয়া এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), ০৯১০৭/০৮ প্রতাপনগর-কেভাডিয়া মেমু ট্রেন (দৈনিক)। রেলমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আহমেদাবাদ- কেভাডিয়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেসের ভিস্টা ডোম টুরিস্ট কোচের মতন গড়ে তোলা হয়েছে। এতে করে ট্রেনে বসেই পর্যটকরা প্যানারমিক দৃশ্য দেখতে পারবে। ত্তি

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।